পাক্ষিক

আহমদী

দশম বর্ষ নবম সংখ্যা

১৫ই মাহে হিজরত—১৩১৯ হিঃ, শঃ] —— [১৫ই মে, ১৯৪০ ইং

بسم الله الرحمن الرحيم—نحمده و نصلى على رسوله الكريم

هو الناصر

দোয়া

[নিম্নলিখিত দোয়া-সমূহ হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) প্রতি 'এলহাম' বা ঐশীবাণী রূপে অবতীর্ণ হয়]

(১)

رب اغفر وارحم من السماء - ربنا عاج -
رب السجن احب الى مما تدعوننى اليه - رب
نجنى من غمى - ايلى ايلى لما سبقتانى -

"হে আমার রাব্ব্, আমার পাপ ক্ষমা কর, এবং স্বর্গ হইতে অনুগ্রহ কর। আমার রাব্ব্ এক দিক হইতে অন্য দিকে মুখ পরিবর্ত্তন করেন এবং তাঁহার উজ্জ্বল নিদর্শন সমূহ দ্বারা উচ্চৈস্বরে জগদ্বাসীকে তাঁহার আহ্বানকারীর প্রতি আহ্বান করেন। যে সব অকর্ম্মণ্য বিষয়ের প্রতি তাহারা আমাকে আহ্বান করে, তদপেক্ষা হে আমার রাব্ব্, কারাগার আমার পক্ষে ভাল। হে আমার খোদা, আমার শোক সম্বরণ কর। হে আমার খোদা, হে আমার খোদা, তুমি কি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ?"

এই দোয়াও ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দেই এলহাম হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী এলহামগুলি এই :—

قل عندى شهادة من الله فهل انتم مؤمنون -
ان معى ربى سيهدين -

হজরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) ব্যাখ্যা পূর্ণ অনুবাদ করিয়াছেন, "বল, 'আমার নিকট খোদার সাক্ষ্য রহিয়াছে। তবু তোমরা ইমান আন না?" অর্থাৎ, খোদাতা'লার সাহায্য, অদৃশ্য নিগূঢ় তত্ত্ব সমূহ জ্ঞাপন, ঘটনা প্রকাশ প্রাপ্তির পূর্ব্বে গুপ্ত বিষয়ে সংবাদ প্রদান, দোয়া কবুল করা, বিভিন্ন ভাষায় এলহাম অবতীর্ণ করা এবং ঐশী পরম তত্ত্ব ও জ্ঞান সম্বন্ধে পরিচিত করা—ইহারা সকলেই খোদার সাক্ষ্য, যাহা গ্রহণ করা প্রত্যেক ইমানদার ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। নিশ্চিতই আমার রাব্ব, আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন এবং তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করিবেন।" ('তাজ্‌কেরা, ১০২—০৩ পৃঃ)

(২)

هو شعنا -

এই এলহামী দোয়াও ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দেই অবতীর্ণ হয়। ইহার ভাষা হীব্রু। অর্থ, "হে খোদা, আমি দোয়া করিতেছি যে, আমাকে 'নাজাত' দাও এবং বিপদাবলী হইতে পরিত্রাণ কর।" ('তাজ্‌কেরা,' ১০৩ পৃঃ)

এই সমস্ত এলহামই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ।

(৩)

الله خير حافظا وهو ارحم الراحمين

"আল্লাহ শ্রেষ্ঠতম রক্ষাকর্ত্তা, তিনি সর্ব্বাপেক্ষ কৃপালু।"

ইহাও ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের একটি এলহামী দোয়া। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী এলহামগুলি এই :—

يريدون ان يطفؤا نور الله - قل الله حافظه
عناية الله حافظك - نحن نزلناه وانا له لحافظون -

"বিরুদ্ধবাদিগণ আল্লাহ্‌র 'নূর' (জ্যোতিঃ) নির্ব্বাপিত করিতে চাহিবে। বল, খোদা এই জ্যোতির স্বয়ং সংরক্ষক। ঐশী অনুকম্পা তোমার রক্ষক। আমরা তাহা অবতীর্ণ করিয়াছি এবং আমরা তাহা রক্ষা করিব।" (তাজ্‌কেরা, ১০৮ পৃঃ)

অমৃতবাণী

[হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ)]

কি করিলে দোয়া কবুল বা গৃহীত হয়

ভাবিয়া দেখ, কোন শিশু যখন অধীর ও অস্থির হইয়া দুধের জন্য রোদন ও ক্রন্দন করে, তখন মাতার স্তনে দুধ উথলিয়া উঠে; শিশু তো দোয়ার নামও জানে না, কিন্তু তাহার ক্রন্দনই দুধকে আকর্ষণ করে। এ বিষয়টি অতি সাধারণ এবং প্রত্যেকেরই এসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে। কখন কখন এরূপ দেখা গিয়াছে যে, মাতা আপন স্তনে দুধ আছে বলিয়া অনুভবই করেন না, কখন কখন দুধ বাস্তবিকই থাকে না, কিন্তু শিশুর করুণ ক্রন্দন শ্রবণমাত্রই মাতৃ-স্তনে দুধের সঞ্চার হইয়া যায়। শিশুর ক্রন্দন যেমন দুগ্ধকে আকর্ষণ করে, তেমনি, আমি সত্য সত্য বলিতেছি, **যদি আল্লাহ্‌তা'লার সমীপে আমরা উদ্বেগের সহিত রোদন ও ক্রন্দন করি, তবে আমাদের রোদন-ক্রন্দন তাঁহার ফজল (অনুগ্রহ) ও 'রহমত কে (অনুকম্পাকে) উদ্বেলিত ও আকর্ষিত করে।** আমি আমার অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি যে, খোদাতা'লার 'ফজল' ও 'রহমত', যাহা দোয়া কবুল হওয়ার নিদর্শন স্বরূপ অবতীর্ণ হয়, আমার প্রতি আকর্ষিত হইতে আমি অনুভব করিয়াছি, বরং আমি বলিব, প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আজকালকার ভ্রান্ত-বুদ্ধি দার্শনিকগণ যদিও-বা তাহা অনুভব বা প্রত্যক্ষ করিতে না পারে, তজ্জন্য এই সত্য দুনিয়া হইতে অন্তর্হিত হইতে পারে না, বিশেষতঃ এরূপ অবস্থায়, যখন আমি দোয়া কবুল হওয়ার নিদর্শন দেখাইবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি।

বস্তুতঃ প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে দোয়া গৃহীত হওয়ার নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা যুগে যুগে জীবন্ত আদর্শ প্রেরণ করেন, তাই তিনি—اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم (আমাদিগকে সৎপথ, পুণ্যবান পুরস্কৃত লোকগণের পথ প্রদর্শন কর—সঃ আঃ)—এই দোয়া শিক্ষা দিয়াছেন। ইহা খোদা-তা'লার ইচ্ছা ও নিয়ম এবং কেহ ইহা পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। اهدنا الصراط المستقيم —এই দোয়ার অর্থ, "আমাদের কর্ম্মকে পূর্ণ কর"। এই দোয়ার শব্দগুলির প্রতি মনোনিবেশ করিলে বুঝা যায় যে, বাহ্যতঃ তো বিধান-হিসাবে খোদা-তা'লার নিকট দোয়া করিতে আদেশ করা হইয়াছে, সেরাতে-মুস্তাকীম বা সৎপথ চাহিতে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে ایاک نعبد وایاک نستعین আয়েত বলিয়া দিতেছে যে, সেরাতে-মুস্তাকীম বা সৎ-পথে চলিবার জন্য সৎ-প্রবৃত্তিসমূহকে কাজে লাগাইয়া ঐশী-সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত।

অতএব **বাহ্যিক উপকরণ ব্যবহার করা আবশ্যক।** যে-ব্যক্তি বাহ্যিক উপকরণ উপেক্ষা করে সে খোদা-তা'লার 'নেয়ামত' বা দানের অমর্য্যাদা করে। এই যে জিহ্বা আল্লাহ্‌-তালা সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা না হইলে আমরা কথা বলিতে পারিতাম না। আল্লাহ্‌-তা'লা আমাদিগকে দোয়া করিবার জন্য এমন জিহ্বা দান করিয়াছেন যাহা হৃদয়ের ভাব ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতে পারে। যদি আমরা জিহ্বা দ্বারা কখনো দোয়া না করি তবে ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য।" (আল্‌হাকাম, ৫ম খণ্ড, ২৮ নং)।

দোয়া কিসের জন্য করা উচিত

কেবল পার্থিব বিষয়ের জন্যই না করিয়া খোদার নৈকট্য লাভের জন্য করা উচিত

"সুলতান মাহ্‌মুদকে এক বুজুর্গ (সাধু-ব্যক্তি) বলিয়াছিলেন, "যে-ব্যক্তি একবার আমাকে প্রকৃতপক্ষে দর্শন করে, তাহার জন্য নরকাগ্নি 'হারাম' (নিষিদ্ধ) হইয়া যায়"। সুলতান মাহ্‌মুদ বলিলেন, "আপনার এই কথা তো পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু-আলায়হে-ওয়াসাল্লামের কথা হইতেও বড়।" তাঁহাকে (সাঃ) তো আবুলাহাব, আবুজাহেল ইত্যাদি কাফেরগণ দেখিয়াছিল কিন্তু তাহাদের জন্য নরকাগ্নি নিষিদ্ধ হয় নাই।" বুজুর্গ বলিলেন, "হে রাজন! আপনি কি জ্ঞাত নহেন যে, আল্লাহ্‌-তা'লা বলিয়াছেন وينظرون اليك وهم لا يبصرون (অর্থাৎ, তাহারা তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে বটে কিন্তু তোমাকে

দেখে না—সঃ আঃ) দেখিয়াও যদি তাঁহাকে (সাঃ) মিথ্যাবাদীই মনে করিল, তবে দেখিল কোথায়? হজরত আবুবকর (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবাগণ তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন এবং ফলে তাঁহারা তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। দর্শনকারী যদি ভালবাসা ও বিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখে তবে নিশ্চয়ই প্রভাবান্বিত হয়; তাহা না করিয়া যদি বিদ্বেষ ও শত্রুতার দৃষ্টিতে দেখে তবে ইমান লাভ হইতে পারে না।"

একটি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, আঁ-হজরত (সাঃ) বলিয়াছেন, "কেহ যদি একবার আমার পিছনে নামাজ পড়ে, তবে আল্লাহ্‌তা'লা তাহার মাপ মার্জ্জনা করিবেন।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে-ব্যক্তি—كونوا مع الصادقين—বাক্যের মর্ম্মানুযায়ী তাঁহার (সাঃ) পিছনে নামাজ পড়ে, তাঁহাকে আল্লাহতা'লা মার্জ্জনা করেন।

বস্তুতঃ লোক নামাজে দুনিয়ার কান্নাই কাঁদে, নামাজের যে মূল উদ্দেশ্য—যথা আল্লাহ্‌তালার নৈকট্য লাভ এবং মৃত্যু-কালে ইমানকে নির্ব্বিঘ্নে ও নিরাপদে লইয়া যাওয়া—তাহার কোন খেয়ালই করে না। অথচ এখান হইতে ইমানকে নিরাপদে লইয়া যাওয়া বড়ই কঠিন। হাদীস শরীফে আসিয়াছে যে, মানুষ যখন এই উদ্দেশ্যে রোদন করে যেন আল্লাহতা'লা তাহাকে ইমান-সহ দুনিয়া হইতে নিয়া যান, তখন খোদাতা'লা নরকাগ্নি তাঁহার জন্য 'হারাম' করিয়া দেন। **আল্লাহ্‌তা'লার সমীপে যিনি ইমান লাভের জন্য রোদন করেন তিনিই বেহেস্ত বা স্বর্গ লাভ করিবেন।** কিন্তু এই সকল লোক যখন কাঁদে তখন দুনিয়ার জন্যই কাঁদে। তাই আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদিগকে ভুলিয়া যাইবেন।

অন্যত্র আল্লাহ্‌তা'লা বলিতেছেন—

فاذكروني اذكركم—"তোমরা আমাকে স্মরণ রাখিও এবং আমার নৈকট্য লাভ করিও, যেন আমিও বিপদে তোমাদিগকে স্মরণ রাখিতে পারি"। ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, বিপদের সঙ্গী কেহই হয় না। মানুষ যদি নিজ ইমান পরিষ্কার রাখিয়া এবং ঘরের দরওয়াজা বন্ধ করিয়া রোদন করে—অবশ্য ইমান প্রথমেই পরিষ্কার করিতে হইবে—তবে সে কখনো অকৃতকার্য্য অবস্থায় মরিবে না। হজরত দাউদ (আঃ) বলিতেন, "আমি বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছি, কিন্তু আমি কখনো কোন সালেহ (পুণ্যবাণ) ও ইমানদার ব্যক্তিকে বিপদগ্রস্ত হইতে বা তাঁহার সন্তান-সন্ততিকে অনাহারে থাকিতে দেখি নাই।" (আলবদর, ৩১শে জুলাই ও ৭ই আগষ্ট, ১৯০৩)।

পাপ হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায়—দোয়া, সৎ-সঙ্গ ও তত্ত্ব-জ্ঞান

মানুষ কোন কোন পাপ ইচ্ছা করিয়াও করে, আবার কোন কোন পাপ অনিচ্ছায় বা অজ্ঞাতসারেও করিয়া থাকে। মানুষের প্রত্যেক অঙ্গই আপন আপন ক্ষেত্রে পাপ করে। পাপ হইতে বাঁচিয়া থাকা মানুষের অধিকারে নহে। আল্লাহ্‌-তা'লা তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহে বাঁচাইলেই বাঁচিতে পারে। পাপ হইতে বাঁচিবার জন্য আল্লাহ্‌-তা'লা—

ایاک نعبد وایاک نستعین।

—(আমরা তোমারই উপাসনা করিতেছি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি—সঃ আঃ) এই পন্থা শিক্ষা দিয়াছেন। যে-ব্যক্তি বিনীত ভাবে এবং এই আশা সহ যে, হয়তো তাহার কোন বিনয় গৃহীত হইতে পারে, স্বীয় প্রভুর সমীপে দোয়ায় নিরত থাকেন, আল্লাহ্‌-তা'লা স্বয়ং সেই ব্যক্তির সাহায্যকারী হইয়া যান।

কোন পুণ্যবান ব্যক্তি পাপ-মুক্তির জন্য বড়ই দোয়া করিতেন। তিনি বহু দোয়া করার পর একদা চিন্তা করিতে লাগিলেন, সর্ব্বাপেক্ষা বিনয় কিরূপে হইতে পারে। তখন তাঁহার এই উপলব্ধি হইল যে, কুকুর অপেক্ষা বিনয়ী আর কেহই নহে। তাই তিনি কুকুরের আওয়াজে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অন্য এক ব্যক্তি তাঁহার আওয়াজ শুনিয়া মনে করিল, মস্‌জিদে কুকুর ঢুকিয়াছে। সে মস্‌জিদে প্রবেশ করিয়া দেখিল, কুকুর নয়, সাধু। অবশেষে সে জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে কুকুর চীৎকার করিতেছিল, উহা কোথায়?" সাধু উত্তর করিলেন, "আমিই কুকুর"। পুনরায় সেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এরূপ ভাবে চীৎকার করিতেছিলেন কেন?" তিনি উত্তর করিলেন "খোদাতা'লা বিনয় পছন্দ করেন, তাই আমি ভাবিলাম যে, হয়তো এই ভাবে বিনয় প্রকাশ করিলে তাহা খোদাতা'লা মঞ্জুর করিতে পারেন।"

হজরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁহার পুত্রের জন্য দোয়া করিয়াছিলেন যেন আল্লাহ্‌ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হন। **অতএব প্রত্যেক মানবেরই দোয়া করা উচিত।** অনেক লোক এরূপ আছে, যাহারা কোন পাপ হইতে নিজকে বাঁচাইয়া রাখে না, কিন্তু কেহ যদি তাহাদিগকে 'বেইমান' বা অন্য কিছু বলিয়া দেয়,

তবে বড়ই উত্তেজিত হইয়া পড়ে এবং মনে মনে ভাবে, "আমি তো কোন পাপ করি নাই, আমাকে কেন বেইমান বলে?"

বস্তুতঃ মানুষ তাহার সম্বন্ধে কি যে লিখা হইয়াছে তাহা সে জানে না। **অতএব মানুষের নিজ দোষ গণনা করিয়া খোদাতা'লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত।** আল্লাহ্-তা'লা স্বয়ং পাপ হইতে বাঁচাইয়া রাখিলেই, মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে। আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, ادعوني استجب لكم —"আমার নিকট প্রার্থনা কর, আমি গ্রহণ করিব।"

পাপ বইতে বাঁচিবার দুইটি পন্থা আছে—**একটি পন্থা হইল দোয়া করা, দ্বিতীয় পন্থা হইল**—كونوا مع الصادقين **সাধু-সঙ্গ করা।** সাধু-সঙ্গে থাকিলে খোদাতা'লা যে 'কাদের' (সর্ব্ব-শক্তিমান), দেখেন, শোনেন এবং দোয়া গ্রহণ করেন এবং নিজ দয়া-গুণে আপন দাসদিগকে শত শত 'নেয়ামত' (বর বা পুরস্কার) দান করেন তাহা উপলব্ধি করা যায়। যাহারা প্রত্যহ নূতন নূতন পাপ করে, তাহারা পাপকে 'হালুয়া' স্বরূপ মিষ্ট মনে করে। তাহারা জানে না যে, পাপ বিষ স্বরূপ। কেহ জানিয়া-শুনিয়া বিষ-পান করে না, কেহ বজ্রের নীচে দণ্ডায়মান হয় না, কেহ সর্পের গর্ত্তে হাত প্রবেশ করায় না। কোন খাদ্যে বিষ-মিশ্রিত আছে বলিয়া সন্দেহ হইলে কেহ তাহা খায় না—যদিও তাহাকে কেহ দুই চার টাকাও দেয়। অতএব এরূপ অবস্থায়ও যে লোক পাপ করে তাহার কারণ এই যে, তাহার হৃদয় পাপকে অনিষ্টকর বলিয়া 'একীন' (সুদৃঢ় বিশ্বাস) করে না। **অতএব সর্ব্ব-প্রথম 'একীন' লাভ করা উচিত।** একীন লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত মনোযোগ হইবে না এবং কিছু লাভ হইবে না।" (আলবদর, ৩১শে জুলাই, ১৯০৩)।

আপদ-বিপদ হইতে বাঁচিতে হইলে পারস্পারিক ঝগড়া-বিবাদ ছাড়িয়া ধর্ম্ম-সেবায় ব্রতী হও

"আল্লাহ্‌তা'লা সালেহ্ বা পুণ্যশীল ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্য কাহারো পরওয়া করেন না। **পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও প্রেম সৃষ্টি কর এবং ঝগড়া-বিবাদ ছাড়িয়া দাও।** সর্ব্ব-প্রকার হাসি-বিদ্রূপ সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন কর। কারণ হাসি-বিদ্রূপ মানুষকে সত্য হইতে বিদূরীত করিয়া কোথা হইতে কোথায় লইয়া যায়। **পরস্পরের সহিত সসম্মানে ব্যবহার কর। প্রত্যেকে নিজ আরাম অপেক্ষা নিজ ভ্রাতার আরামকে অগ্রগণ্য কর।** আল্লাহ্‌তালার সহিত সত্যিকারের সন্ধি স্থাপন কর এবং তাঁহার আনুগত্যে প্রবৃত্ত হও। ভূপৃষ্ঠে আল্লাহ্‌তা'লার 'গজব' বা অভিশাপ্ অবতীর্ণ হইতেছে। এই অভিশাপ হইতে সেই ব্যক্তিই বাঁচিয়া থাকিবে যে পূর্ণ রূপে নিজের যাবতীয় পাপ হইতে 'তৌবা' (প্রত্যাবর্ত্তন) করতঃ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইবে।

স্মরণ রাখিও, যদি তোমরা আল্লাহ্‌তা'লার 'ফরমান' বা আদেশ পালনে রত হও এবং তাঁহার 'দ্বীন' বা ধর্ম্মের সাহায্য-কল্পে নিজকে নিযুক্ত কর, তবে খোদাতা'লা সকল প্রতিবন্ধক দূরীভূত করিয়া দিবেন এবং তোমরা সাফল্য মণ্ডিত হইবে। তোমরা কি দেখ নাই যে কৃষক ভাল গাছের জন্য আগাছাগুলিকে ক্ষেত হইতে উৎপাটিত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করে এবং তাহার ক্ষেতকে সুদর্শন ও ফলবান বৃক্ষ ও চারাগাছ দ্বারা সুশোভিত করে এবং এগুলির 'হেফাজত' করে এবং সর্ব্ব-প্রকার অমঙ্গল ও অনিষ্ট হইতে এগুলিকে বাঁচাইয়া রাখে। কিন্তু যে-সকল বৃক্ষ বা চারাগাছ ফল প্রদান করে না এবং পঁচিয়া বা শুকাইয়া যায় সেগুলিকে যদি কোন মহিষ আসিয়া খাইয়া ফেলে বা কোন কাঠুরিয়া কাটিয়া নিয়া চুলায় নিক্ষেপ করে, তজ্জন্য ভূমির মালিক কোন পরওয়া করে না। তদ্রূপ স্মরণ রাখিও, **তোমরাও যদি আল্লাহ্‌তা'লার সমীপে 'সাদেক' বা খাটি বলিয়া প্রতিপন্ন হও, তবে কাহারো কোন বীরোধিতা তোমাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না।** কিন্তু যদি তোমরা নিজ অবস্থার সংশোধন না কর এবং আল্লাহ্‌তা'লার সহিত 'ফরমাবরদারী' বা আনুগত্যের এক দৃঢ় প্রতিশ্রুতি না কর, তবে আল্লাহ্‌তা'লা কাহারো জন্য পরওয়া করেন না। হাজার হাজার মেষ-ছাগল দৈনিক 'জবেহ' হইতেছে, তাহাদের জন্য কেহ 'রহম' বা সহানুভূতি করে না, কিন্তু একটি মানুষ মরিলে তাহার জন্য কত শোক ও সহানুভূতি করা হয়। অতএব তোমরা যদি নিজদিগকে হিংস্র জন্তুর ন্যায় বেকার ও লা-পরওয়া কর, তবে তোমাদের অবস্থাও তাহাই হইবে। **সুতরাং খোদা-তা'লার প্রিয় দাস-মণ্ডলী-ভুক্ত হইয়া যাও, যেন কোন মহামারী বা আপদ তোমাদের প্রতি হস্ত প্রসারিত করিবার সাহস না পায়।** কেননা, আল্লাহ্‌তা'লার আদেশ বা অনুমতি ব্যতীত জগতে কোন কার্য্য সংঘটিত হইতে পারে না। পারস্পারিক সকল ঝগড়া-বিবাদ ও শত্রুতা তোমাদের মধ্য হইতে দূরীভূত করিয়া দাও। **কারণ এখন সামান্য সামান্য বিষয় ছাড়িয়া গুরু ও মহান কার্য্যে ব্রতী হইবার সময় আসিয়াছে।** (আলহাকাম, ২০ ও ২৭শে মে, ১৮৯৮)

তবলীগের জন্য সময় উৎসর্গ কর

তবলীগী-জেহাদ বা সত্যের প্রচারই বর্ত্তমান যুগের জেহাদ

হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ্‌ সানির (আইঃ) ২৬শে শাহাদত, ১৩১৯ হিঃ, শাঃ, (মোতাবেক ২৬শে এপ্রিল, ১৯৪০), তারিখের খোৎবার সারমর্ম্ম

সুরাহ্‌ ফাতেহা পাঠের পর বলেন :—

তবলীগের উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করিবার জন্য আমি জমাতকে তাহ্‌রিক-জদীদের অধীনে এক তাহ্‌রিক বা আহ্বান করিয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, এ-পর্য্যন্ত জমাত এই 'হেদায়েত' বা উপদেশ পূর্ণরূপে পালন করে নাই। সম্ভবতঃ এখনো শতকরা এক জনও এই হেদায়েত অনুসারে কাজ করে নাই।

আল্লাহ্‌র পথে 'জেহাদ' বা সংগ্রাম দ্বারাই মানুষের ইমানের পরীক্ষা হইয়া থাকে। হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) বলিয়াছেন 'জেহাদ' দুই প্রকারে হইয়া থাকে—কখনো তরবারী দ্বারা, কখনো ইসলাম-প্রচার দ্বারা। তরবারীর জেহাদের জন্য যে অবস্থার প্রয়োজন বর্ত্তমানে যেহেতু সেই অবস্থা বিদ্যমান নাই তাই এখন তবলীগী বা ইসলাম-প্রচারের জেহাদের সময়। তরবারীর জেহাদ এখন 'মন্‌সুখ' বা রহিত হইয়া গিয়াছে। খোদা এবং তাঁহার রসুলই মন্‌সুখ করিয়াছেন, কারণ যে-অবস্থায় তরবারীর জেহাদ মোমেনের উপর ফর্‌জ্‌ হয়, সে-অবস্থা এখন বিদ্যমান নাই। দ্বিতীয় বার যখন তরবারীর জেহাদের অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হইবে তখন দ্বিতীয় বার মোমেনের উপর তরবারীর জেহাদ ফরজ্‌ হইবে। কারণ ইহা শরীয়তের এক বিধান এবং সাময়িক ভাবে খোদা ও তাঁহার রসুলের আদেশানুসারে রহিত হইতে পারিলেও চিরকালের জন্য ইহা রহিত হইতে পারে না। কেননা, কোরাণ শরীফে কোন শিক্ষা এরূপ নাই যাহা চিরকালের জন্য রহিত বা পালন করিবার অযোগ্য হইতে পারে।

কোরান করীম আমাদিগকে মোটের উপর দুই প্রকারের শিক্ষা দিয়াছে। কোন কোন শিক্ষা এরূপ যাহা সর্ব্বদাই জারি বা প্রচলিত আছে, আবার কোন কোন শিক্ষা এরূপ আছে যাহা সময় সময় প্রয়োগ করা হয়। তরবারীর জেহাদ সংক্রান্ত শিক্ষা দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। শরীয়ত বা ধর্ম্ম-ব্যবস্থায় এরূপ আরো দৃষ্টান্ত বিদ্যমান আছে।

কোন কোন অজ্ঞ লোক আপত্তি করিয়া বলিয়া থাকে "হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) 'জেহাদ' সম্বন্ধে 'হারাম' (নিষিদ্ধ) শব্দ কেন ব্যবহার করিলেন? অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে যখন জেহাদ 'জায়েজ' বা বৈধ হইতে পারে তখন হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) বর্ত্তমান সময়ের জন্য উহাকে হারাম বলিলেন কেন? চিরকালের জন্য যাহা নিষিদ্ধ তাহাই 'হারাম'।"

এই আপত্তি একেবারেই অমূলক। সূর্য্যোদয় কালে নামাজ হারাম, সূর্য্য যখন ঠিক মস্তকোপরি থাকে তখনো নামাজ হারাম, সূর্য্যাস্ত-কালেও নামাজ হারাম; তাই বলিয়া কি কেহ বলিতে পারে যে, নামাজ একেবারেই হারাম এবং কখনো ইহা পড়া বৈধ নহে? তদ্রূপ ঈদের দিন রোজা 'হারাম'; তাই বলিয়া কি ইহা সর্ব্বদাই হারাম? অতএব আমাদের শরীয়তে এরূপ দৃষ্টান্ত বিদ্যমান আছে, যাহাতে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে, কোন কোন বিষয় কোন বিশেষ সময়ে 'না-জায়েজ' (অবৈধ) হইলেও অন্য সময়ে তাহা 'জায়েজ' (বৈধ) বরং কখন কখন ফর্‌জ (অবশ্য কর্ত্তব্য) হয়। তদ্রূপ তরবারীর জেহাদও কখন কখন 'হারাম' হয়, আবার কখন কখন কেবল হালালই (বৈধই) নয়, বরং ফরজ্‌ হইয়া যায়।

হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) তরবারীর জেহাদকে বর্ত্তমান অবস্থাধীনে শরীয়তের বিধানানুযায়ী হারাম বলিয়াছেন। তরবারীর 'জেহাদ' তো এইরূপে হারাম হইল; বাকী রহিল তবলীগী বা ইসলাম প্রচাররূপ জেহাদ। এই জেহাদ তো আমাদের জমাতের প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরজ্‌।

এখন প্রশ্ন রহিল, এই তবলীগী জেহাদ—যাহা আমাদের প্রত্যেকের উপর ফরজ্‌—আমরা কেমন করিয়া সম্পাদন

করিতেছি? তোমরা বলিতে পার, "আমরা চাঁদা দেই, তদ্দ্বারা পুস্তিকাদি প্রকাশিত হয়, সেই পুস্তকাদি দ্বারা তবলীগ হয়"। কিন্তু এরূপ কথা তো সাহাবাগণও (রাঃ) বলিতে পারিতেন। তাঁহারাও বলিতে পারিতেন, "আমরা টাকা দেই, তদ্দ্বারা সিপাহী তৈয়ার হয় এবং সিপাহীগণ আমাদের পক্ষ হইতে 'জেহাদ' করে"। কিন্তু কোন সাহাবী কি কখনো এরূপ উত্তর দিয়াছেন? কিম্বা এরূপ উত্তর দিলে কি কেহ সেই সাহাবীকে মোমেন মনে করিতেন? অবশ্য কোন কোন অবস্থায় নিজের পক্ষ হইতে অপরকে জেহাদের জন্য প্রেরণ করা 'জায়েজ' হইতে পারে। কিন্তু ইহা তখনই 'জায়েজ' হইতে পারে যখন শরীয়ত বা ধর্ম্ম-বিধান তাহার অনুমতি দেয়, কিম্বা কাহারো এরূপ কোন বিশেষ অসুবিধা থাকে যাহার কোন প্রতিকার নাই। টাকা দিয়া কাহাকেও নিজের পক্ষ হইতে তবলীগের জন্য নিযুক্ত করা শুধু সেই ব্যক্তির জন্যই জায়েজ হইবে যে বোবা এবং কথা বলিতে পারে না। যেমন, কোন কোন ব্যক্তি যদি কোন বিশেষ অসুবিধা হেতু হজ্জ করিতে যাইতে না পরে, তবে সে নিজ হইতে অন্য কাহাকেও টাকা দিয়া হজ্জে প্রেরণ করিতে পারে। কিন্তু যে-ব্যক্তি নিজে হজ্জে যাইতে পারে এবং কোন রূপ প্রতিবন্ধক নাই, তাহার জন্য নিজের পক্ষ হইতে অন্য কাহাকেও হজ্জে প্রেরণ করা জায়েজ নহে।

অতএব তবলীগ যেহেতু এক 'জেহাদ' এবং এই 'জেহাদ' প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফর্‌জ্‌, সুতরাং এরূপ গুরু ফরজ যে 'তরক' বা লঙ্ঘন করে সে যে পাপী হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই 'তবলীগ' যদি 'ফরজ' না হইয়া 'নফল' (যাহা করিলে পুণ্য আছে, না করিলে কোন গোনাহ্‌ নাই) হইত তবু পুণ্যার্জ্জনের জন্য ইহাতে যোগদান করা আবশ্যক ছিল। কিন্তু আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ইহা জেহাদ, এবং জেহাদ ফর্‌জ্‌ (অবশ্য কর্ত্তব্য), 'নফল' নহে।

অতএব যে আহমদী মৌখিক তবলীগ করিবার শক্তি রাখে, কিন্তু নিজ সময়ের কোন অংশ তবলীগের জন্য উৎসর্গ করে না, সে এক ফর্‌জ্‌ লঙ্ঘন করার কারণে নামাজ, রোজা, হজ্জ বা জাকাৎ লঙ্ঘনকারীর ন্যায়ই গোনাহ্‌গার (পাপী) হইবে।

সুতরাং এই বিষয়ের গুরুত্ব উত্তম রূপে উপলব্ধি করা উচিত যে, বর্ত্তমানে তরবারির জেহাদের পরিবর্ত্তে তবলীগী 'জেহাদ' প্রত্যেক মোমেনের উপরই 'ফর্‌জ্‌'।.....এবং ইহা অতি স্পষ্ট কথা যে, জেহাদে অন্য কাহাকেও নিজের স্থলবর্ত্তী করা জায়েজ নহে। প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত ভাবে জেহাদে যোগদান করা 'ফরজ' বা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা তো বন্ধুগরে জন্য এতটুকু সহজ করিয়া দিয়াছি যে, এরূপ কোন 'পা-বন্দী' বা বাধ্যবাধকতাই রাখি নাই যে, জরুর দুই মাস বা তিন মাস তবলীগের জন্য উৎসর্গ করিতে হইবে, বরং অনুমতি দেওয়া হইয়াছে যে, কেহ তবলীগের জন্য পনর দিন দিতে পারিলে পনর দিনই দেউক; এই রূপে তিন সপ্তাহ, এক মাস, দুই মাস, যে যাহা পারে, তাহাই দেউক। বস্তুতঃ আমরা জমাতের বন্ধুগণের সুবিধার্থ এই আদেশ বড়ই শিথিল করিয়া দিয়াছি। বরং আমি এখন বলিতেছি যে, যে-ব্যক্তি দুই সপ্তাহ দিতে অক্ষম তাহার জন্য তবলীগ-বিভাগ এক সপ্তাহই মঞ্জুর করুক।

অতএব প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই সুযোগ হইতে ফায়দা বা কল্যাণ গ্রহণ করা উচিত এবং **তবলীগের জন্য পনর দিন, এক মাস বা দুই মাস উৎসর্গ করা উচিত।** নতুবা যেমন আমি বলিয়াছি **যে-ব্যক্তি এই দায়িত্ব সম্পাদন না করিবে সে আল্লাহ্‌তা'লার নিকট নামাজ, রোজা, হজ্জ ও জাকাৎ রূপ 'ফরজ' লঙ্ঘনকারী বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।**

অতএব আমি পুনরায় এই গুরু কর্ত্তব্যের প্রতি জমাতের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। আজ আমি এই বিষয়টি অধিক ব্যক্ত করিয়া দিয়াছি যেন কাহারো ইহা বুঝিতে অসুবিধা না হয়। নিজেরাই এক বার ভাবিয়া দেখ, যদি ইহা জেহাদ হইয়া থাকে, তবে জেহাদে নিজের স্থলবর্ত্তী অন্য কাহাকে দেওয়া জায়েজ নহে, বরং প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত ভাবে জেহাদে যোগদান অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব যদি কেহ এই তবলীগের কর্ত্তব্য সম্পাদন না করে তবে সে গোনাহ্‌গার হইবে।

অতএব প্রত্যেক জমাতেরই এ সম্বন্ধে অতি সত্বর এন্তেজাম বা ব্যবস্থা করা উচিত। **যে-জমাত এ সম্বন্ধে কোন এন্তেজাম না করিবে, সে-জমাত এক বহু বড় দায়ীত্ব লঙ্ঘনকারী বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।**

অতঃপর হজরত আমিরুল-মোমেনীন (আইঃ) কাদিয়ানের মোহাজেরগণের বিশেষ দায়িত্বের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন,

মোহাজের হিসাবে তাঁহাদের দায়ীত্ব অন্যান্য অপেক্ষা অধিক। হিজরতের অর্থই হইল এই যে, তাহারা নিজেদের সমস্ত সময় খোদাতা'লার 'দ্বীন' বা ধর্ম্মের সেবার জন্য উৎসর্গ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। যে-ব্যক্তি মোহাজের হওয়ার দাবী করে, অথচ নিজ সমস্ত সময় খোদাতা'লার পথে উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত নহে, সে মোহাজের নয় বরং দেশ-ত্যাগী মাত্র। যেমন ইংরাজগণ কখন কখন নিজ দেশ ত্যাগ করিয়া আমেরিকা বা অষ্ট্রেলিয়া চলিয়া যায়, তেমনি তাহারাও নিজ দেশ ছাড়িয়া কাদিয়ান আসিয়া বসবাস করিতেছে, কিন্তু তাহারা মোহাজের বলিয়া পরিগণিত হইবার দাবী করিতে পারে না। অতএব প্রকৃত মোহাজের বলিয়া পরিগণিত হইতে হইলে নিজ সময়ের অধিকাংশ ধর্ম্ম-সেবায় উৎসর্গ করা আবশ্যক। হিজরতের উদ্দেশ্য ইহাই এবং এই উদ্দেশ্যই সর্ব্বদা সম্মুখে রাখা উচিত।

অতঃপর হজরত আমীরুল-মোমেনীন বলেন :—

আমার মতে তবলীগ-কে সর্ব্বাধিক ফল-প্রদ ও কার্য্যকরী করিবার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি হইতেই অন্ততঃ দুই সপ্তাহ সময় লওয়া উচিত। অতএব আমার মতে বন্ধুগণকে দুই সপ্তাহ হইতে আরম্ভ করিয়া দুই মাস সময় উৎসর্গ করা উচিত। বার মাস সময় হইতে এতটুক সময় দেওয়া কোন কঠিন ব্যাপার নহে। লিখক, প্রচারক, বক্তা ও খতিব (যিনি মসজিদে নামাজ পড়ান ও খোৎবা দেন) ব্যতীত যে-ব্যক্তি সমস্ত বৎসরে অন্ততঃ দুই সপ্তাহ তবলীগ কার্য্যের জন্য উৎসর্গ করিতে পারে না, সে জেহাদের ন্যায় গুরু কর্ত্তব্যের অবহেলাকারী। লিখক, প্রচারক, বক্তা ও খতিবগণের নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদনেও জেহাদের সুযোগ লাভ হয়। তাই তাঁহারা এই কর্ত্তব্যের লঙ্ঘনকারী বলিয়া পরিগণিত হইবেন না। কিন্তু অন্যান্য যে-সকল লোকের এরূপ সুযোগ লাভ হয় না, তাহারা যদি তবলীগে যোগদান না করে, তবে তাহারা এক মহা কর্ত্তব্য লঙ্ঘনকারী বলিয়া খোদাতা'লার সমীপে গোনাহ্‌গার সাব্যস্ত হইবে।

আমি মনে করি, খোদাতা'লার ফজলে, লোক-মধ্যে এরূপ আত্‌মামে-হুজ্জত বা পূর্ণরূপে দলীল পেশ হইয়াছে যে, যদি আমাদের সমস্ত জমাত এক 'নেজাম' বা শৃঙ্খলার সহিত তবলীগ-কার্য্যে লাগিয়া যায়, তবে পাঁচ সাত বৎসর মধ্যেই কয়েকটি জিলারই অধিকাংশ লোক আহমদী হইয়া যাইবে। নূতন নূতন জায়গায় অবশ্য তবলীগ করিতে অসুবিধা হয়, কিন্তু যে-সকল এলাকার লোক আহমদীয়তের শিক্ষা সম্বন্ধে পরিচিত হইয়াছে, সেই সকল এলাকায় দেখা গিয়াছে, জোর দিলেই শত শত লোক আহমদীয়া সিলসিলায় প্রবেশ করিতে প্রস্তুত হয়। অতএব এরূপ সুযোগ হাত ছাড়া করা এবং লোকদিগকে সত্যের বাণী পৌছাইবার জন্য পূর্ণ চেষ্টা না করা ইসলাম ও আহমদীয়তের উপর মহা জুল্‌ম।

সুতরাং আমি কাদিয়ানের জমাতকে বিশেষ ভাবে এবং বাহিরের জমাত-সমূহকে সাধারণ ভাবে উপদেশ দিতেছি যে, আপনারা নিজ কর্ত্তব্য উপলব্ধি করিয়া **জমাতের নেজাম বা ব্যবস্থাধীন নিজ নিজ এলাকায় তবলীগ-কার্য্য প্রসারিত করুন** যেন আল্লাহ্‌তা'লা শীঘ্র শীঘ্র সিলসিলা ও ইসলামের প্রচারের বন্দোবস্ত করেন এবং ইসলাম আমাদের চক্ষের সাম্‌নে—যখন আমাদের মধ্যে সাহাবা (রাঃ) ও তাবেয়ীন বিদ্যমান রহিয়াছেন—এরূপ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায় যেন পরে ইহাতে কাহারো হস্তক্ষেপ করিবার সুযোগ না মিলে।

পুণ্য সঞ্চয়ের সুবর্ণ সুযোগ!

স্বয়ং 'আহমদীর' গ্রাহক হউন ও

গ্রাহক সংগ্রহ করুন!!

গায়ের-মোবায়ীনগণকে * তবলীগের আবশ্যকতা

হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানির (আইঃ) ২৯শে আমান ১৩১৯ হিঃ শাঃ (মোতাবেক ২৯শে মার্চ্চ, ১৯৪০) তারিখের খোৎবার সার-মর্ম্ম

সুরাহ ফাতেহা পাঠের পর বলেন :—

আমি আজ জমাতের বন্ধুগণকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, আমাদের জমাতের সহিত আল্লাহ্‌ তা'লার এই ওয়াদা রহিয়াছে এবং এ-পর্য্যন্ত তিনি এই ওয়াদা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন যে,—তিনি আমাদিগকে যেমন বহিঃশত্রুর উপর বিজয় দান করিবেন, তেমনি আভ্যন্তরীন বিদ্রোহীদের উপরও স্বীয় অনুগ্রহে বিজয় প্রদান করিবেন।

হজরত মসীহ্‌ মাউদের (আঃ) জীবদ্দশায়—যখন খেলাফতের প্রশ্নই ছিল না এবং তদ্রূপ কোন নেজাম বা প্রতিষ্ঠানও জমাতের সামনে ছিল না—আমার প্রতি এই এল্‌হাম (ঐশীবাণী) অবতীর্ণ হয়—

ان الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيام

অর্থাৎ "আমি সর্ব্বদাই তোমার অনুবর্ত্তীগণকে তোমার বিরুদ্ধাচরণ-কারিগণের উপর বিজয়ী রাখিব এবং এই বিজয় কেয়ামত পর্য্যন্ত স্থায়ী থাকিবে।" এই এলহামটি আমি হজরত মসিহ মাউদকে (আঃ) বলি এবং তিনি ইহা নিজ হস্তে এল্‌হামের পুস্তকে স্মরণার্থ লিপিবদ্ধ, করিয়া রাখেন। বস্তুতঃ এ-পর্য্যন্ত আমরা এই এল্‌হাম পূর্ণ হওয়ার বহু নিদর্শন দেখিয়াছি।

পয়গামীগণ (অর্থাৎ গায়ের-মোবায়ীনগণ) কত জবরদস্ত আশা-উম্মেদ নিয়া কত পরাক্রমের সহিত উঠিয়াছিল, কত তদবির, কত ষড়যন্ত্র তাহারা আমাদের বিরুদ্ধে করিয়াছিল, কত শৌকত ও কত প্রতাপ তাহাদের তখন ছিল! যাহারা পরে সিলসিলা ভুক্ত হইয়াছেন তাহারা তাহা কল্পনাই করিতে পারেন না। তাহারা তো সম্ভবতঃ ইহাই মনে করেন যে, আমরা সর্ব্বদাই পয়গামীদের উপর বিজয়ী রহিয়াছি এবং তাহারা সর্ব্বদাই পরাজিত রহিয়াছে। অথচ তৎকালে তাহাদের এত প্রতাপ ও শক্তি ছিল যে, অনেকে ভয় করিতেছিলেন যে, না-জানি কি হইয়া যায়। কেহ কেহ তো এতটুকু পর্য্যন্ত মনে করিত যে, সম্ভবতঃ তাহারা আমাদিগকে কাদিয়ান হইতেই বাহির করিয়া দিবে। পার্থিব উপকরণ যত কিছু আছে সবই তাহাদের ছিল। সদর-আঞ্জোমন-আহমদীয়ার নেজাম বা সংগঠন তাহাদের করতলগত ছিল। পত্রিকাদি তাহাদের হাতে ছিল। বাহিরের জগতে তাহাদেরই নাম উজ্জল ছিল। জমাতে তাহাদের প্রভাব ছিল। তাহাদের এই দবদবা দেখিয়া বহু লোক সন্দেহে পড়িয়াছিল যে, "এত বড় বড় লোকও কি ভুল করিতে পারে?" এতদ্ব্যতীত দীর্ঘকাল যাবৎ তাহারা জমাতে নিজেদের সাপক্ষে প্রপেগেণ্ডা করিয়া আসিতেছিল; 'পয়গাম-ছুলেহ্‌' পত্রিকা এই উদ্দেশ্যেই তাহারা জারি করিয়াছিল।

বস্তুতঃ জমাতে একটা ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছিল এবং পার্থিব উপকরণের প্রাচুর্য্য হেতু তাহারা এতটুক গর্ব্বিত ছিল যে, তাহারা একবার লিখিয়াছিল, "এখন পর্য্যন্ত তো জমাতের বিশ ভাগের এক ভাগ লোকও বয়েত করে নাই"। অর্থাৎ তাহাদের স্বীকার অনুযায়ী জমাতের উনিশ ভাগ লোক তাহাদের সঙ্গে ছিল এবং মাত্র এক ভাগ আমাদের সঙ্গে ছিল। যখন জমাতের সকল গুরু ও প্রয়োজনীয় বিষয় তাহাদের করায়ত্ব ছিল, তখন আল্লাহ্‌ তা'লা আপন অনুগ্রহে আমার প্রতি এই 'এল্‌হাম' অবতীর্ণ করেন :—

کون ہے جو خدا کے کام کو روک سکے

অর্থাৎ "খোদার কাজকে কে বাধা দিতে পারে"। এই 'এল্‌হাম' আমি তখন তখনই বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশ করিয়া দেই এবং বন্ধুগণের নিকট তাহা এখনো বিদ্যমান আছে।

এইরূপে আল্লাহ্‌ তা'লা আমাকে এল্‌হাম করিয়া বলেন—ليمزقنهم—অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'লা নিশ্চয়ই তাহাদিগকে টুকরা

---

* অর্থাৎ যাহারা হজরত মসিহ মাউদের (সাঃ) অনুসরণকারী হইবার দাবী করে বটে, কিন্তু তাঁহার নবুওতের দাবী ও বর্ত্তমান খলিফাকে স্বীকার করে না—অর্থাৎ লাহোরী পার্টি বা মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেবের দল—সঃ আঃ।

টুক্‌রা করিয়া দিবেন, তাহাদিগকে বিক্ষীপ্ত করিয়া দিবেন, তাহাদের মধ্যে ভেদ-বিসম্বাদ সৃষ্টি করিয়া তাহাদের শক্তি বিনষ্ট করিয়া দিবেন।

তৎকালে পয়গামীদের শক্তি এরূপ ছিল যে, এক জন পয়গামী হাই স্কুলের দিকে ইসারা করিয়া বলিয়াছিল, "এই সকল দালান আমরা প্রস্তুত করিয়াছিলাম এবং আমরা এগুলির সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু জমাত এখন ভুল করিয়া এক বাচ্চাকে খলিফা করিয়াছে। আমরা চলিয়া যাওয়ার পর দশ বৎসর অতিবাহিত হইতে না হইতে এই দালান-এমারত খৃষ্টানদের হস্তগত হইয়া যাইবে। কিন্তু খোদাতা'লার ফজলে এখন ছাব্বিশ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে এবং এই সকল এমারতের উপর আমাদের অধিকার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে। দালান-এমারত প্রস্তুত হয় ও বিনষ্ট নয়। কাবা-শরীফ বা ঈদৃশ স্বর্গীয় নিদর্শন-রূপী প্রাসাদ ছাড়া অন্যান্য প্রাসাদ কখনো কোন সম্প্রদায়ের হাত হইতে চলিয়া যাওয়া কোন আপত্তির কথা নয়। প্রশ্ন হইল—জমাত হিসাবে উন্নতি হইতেছে কি-না। খোদাতা'লার ফজলে এই উন্নতি আমাদের সর্ব্বদাই হইয়া আসিতেছে।

কিন্তু এক দিক দিয়া যেমন আল্লাহ্‌তা'লার এই ওয়াদা আমাদিগকে শান্তি প্রদান করে, অন্য দিক দিয়া আর একটি কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া আমাদিগকে চিন্তিতও করে। আল্লাহ্‌তা'লা যে বলিয়াছেন, কেয়ামত পর্য্যন্ত আমার অনুসরণকারিগণ খেলাফতের অস্বীকারকারিগণের উপর বিজয়ী থাকিবে, ইহাতে একথাও বুঝা যায় যে, খেলাফতের বিরুদ্ধাচারী ও সিলসিলার আভ্যন্তরীন শত্রু কেয়ামত পর্য্যন্ত কোন না কোন রূপে বিদ্যমান থাকিবে। আমরা একথা বলি না যে, তাহা কেবল পয়গামীদের আকারেই থাকিবে, বা মিছরীদের আকারেই থাকিবে। আমরা কেবল এতটুকু জানি যে, কোন না কোন আকারে তাহা থাকিবে, এবং ইহা বাস্তবিকই চিন্তার বিষয়। কেননা, শত্রু যদি সর্ব্বদাই কোন না কোন আকারে থাকিয়া যায়, তবে সর্ব্বদাই শত্রুর মোকাবেলা করিবার জন্য আমাদের এন্তেজাম বা ব্যবস্থা করিতে হইবে। শরীরে যদি কোন ব্যাধি থাকে তাহার চিকিৎসা করিতে হয়। যত দিন ব্যাধি বিদ্যমান থাকে ততদিনই চিকিৎসাও জারি রাখিতে হয়। কোন ব্যাধি যদি সর্ব্বদাই লাগা থাকে, তাহা যত ছোটই হউক না কেন, সর্ব্বদাই তাহার প্রতিকার কল্পে ঔষধ ব্যবহার করিতে হয়, যেন তাহা দমিত থাকে এবং কখনো শরীরকে জব্দ করিতে না পারে।

অতএব শুধু একথার উপর আমরা সুখী হইতে পারি না যে, আমরা জয়ী থাকিব। কেননা কোন আপদ যদি চিরকালই ধর্ম্মের পথে বিঘ্ন ঘটায় এবং এক জনকেই বা পথ-ভ্রষ্ট করে, তবু আমরা সেই আপদ সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারি না। রসুল করীম (সাঃ) একবার হজরত আলীকে (রাঃ) বলিয়াছিলেন—"হে আলী (রাঃ)! তোমার সাহায্যে এক ব্যক্তির 'হেদায়ত' বা সৎপথ লাভ করা তোমার পক্ষে পশু-পূর্ণ এক বৃহৎ ভূখণ্ড লাভ করার চেয়ে শ্রেয়।" অতএব এক ব্যক্তির হেদায়ত লাভ করা যখন এত কল্যাণকর তখন এক ব্যক্তির কোন ফেৎনায় গোমরাহ্‌ বা পথ-ভ্রষ্ট হওয়াও তদ্রূপ ভয়ঙ্কর।

অতএব এরূপ মনে করা উচিত নহে যে, পয়গামীগণ সংখ্যায় কম এবং আমরা সংখ্যায় অধিক। বরং আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত যে, তাহাদের প্রচেষ্টায় যদি একটি লোকও পথ-ভ্রষ্ট হয় তবে তাহার জন্য আমরাই দায়ী। কারণ আমরা সংখ্যাধিক হইয়াও যদি কোন ব্যক্তিকে তাহাদের দিকে যাইতে দেই তবে ইহা আমাদের কর্ত্তব্য-অবহেলা প্রমাণ করিবে।

আমি দেখিতেছি, মিছরী-দলের সাহায্য পাইয়া গায়ের-মোবায়ীনগণ পুনরায় মাথা তুলিতেছে, এবং মনে মনে এই আশা করিতেছে যে, তাহারা পুনরায় আমাদের বিরুদ্ধে কোন ফেৎনা' বা আপদ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইবে। তদনুসারে তাহারা "ইয়ং ইসলাম" নামীয় একটী পত্রিকাও বাহির করিয়াছে এবং তাহাদের কোন কোন চরও সময় সময় কাদিয়ান আসিয়া কোন কোন মোনাফেকের সঙ্গে মিলিতেছে এবং এই রূপে কৃতকার্য্যতা লাভের আশাও মনে মনে পোষণ করিতেছে। কিন্তু আমি একথা জানি যে, তাহারা নিশ্চয়ই অকৃতকার্য্য হইবে। তাহারা যতই জোর লাগাইয়া চেষ্টা করুক না কেন, কখনো কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিবে না। কেননা, আল্লাহ্‌তা'লা এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, তিনি তাহাদিগকে বিফল-মনোরথ করিবেন। আর কেমন করিয়াই বা তাহারা সাফল্য-মণ্ডিত হইতে পারে? তাহাদের সাফল্যে যে, হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) অকৃতকার্য্যতা। কারণ তাহারা হজরত মসিহ মাউদকে (আঃ) যে-পদে দাঁড় করাইয়াছে,

তাহাতে যে হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) স্পষ্ট মর্য্যাদাহানী হয়। হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) তাঁহার জমাতে যে বৈশিষ্ট সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন, তাহারা যে তাহা মিটাইতে চায়। ফলতঃ তাহারা গায়ের-আহমদীদের পিছনে নামাজ পড়া 'জায়েজ' বলে, যদিও নিজে কখনো পড়ে না। তদ্রূপ গয়ের-আহমদীদিগের নিকট মেয়ে বিবাহ দেওয়া জায়েজ বলে, যদিও তাহাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে কেহই আজ পর্য্যন্ত গয়ের-আহমদীদিগকে মেয়ে দেন নাই। কাজের দিক দিয়া আমরা যাহা করি তাহারাও তাহাই করে, কিন্তু মুখে অন্যরূপ বলে। এরূপ করিবার কারণ: এই যে, তাহারা এক দিক দিয়া গয়ের-আহমদীদিগকেও সন্তুষ্ট করিতে চায়, অন্য দিক দিয়া ইহাও ভয় করে যে, তাহাদের কার্য্যে যেন হজরত মসিহ-মাউদের (আঃ) প্রাচীন সাহাবীগণ আপত্তি করিয়া না বসেন এবং ফলে জমাতে বিদ্রোহ সৃষ্টি না হয়।

বস্তুতঃ তাহাদের এই আক্রমণ কোন সামান্য আক্রমণ নয়, কারণ যখন তাহাদের মধ্যে হইতে হজরত মসিহ মাউদের সাহাবীগণের প্রভাব দূরীভূত হইবে তখনই তাহারা তাহাদের সমস্ত জমাতকে গয়ের-আহমদীদের পদ-তলে লুটাইয়া দিবে। অন্য কথায়, হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) নিজ জমাতের বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য যত চেষ্টা করিয়াছেন, গয়ের-মোবায়ীনগণ তাহা বিনষ্ট করিয়া দিবে।

এতদ্ব্যতীত তাহারা হজরত রসুল করীমের (সাঃ) অনুসরণ-কারীগণের আধ্যাত্মিক উন্নতির দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। কারণ তাহারা বলে যে, হজরত মোহাম্মদের (সাঃ) অনুসরণ-কারীগণের মধ্যে বর্ত্তমানে এমন কোন ব্যক্তি হইতে পারেন না যিনি পূর্ব্ববর্ত্তী লোকগণের প্রাপ্ত মর্য্যাদা লাভ করিতে পারেন। এইরূপ উক্তি দ্বারা তো তাহারা বাহ্যতঃ আমাদের উপরই আক্রমণ করে, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে তাহারা হজরত মোহাম্মদের (সাঃ) এবং তাঁহার উম্মত বা অনুসরণকারীগণের অমর্য্যাদা করে। কারণ উম্মতে-মোহাম্মদীয়ার হৃদয় হইতে চরম আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের আশা কাটিয়া দেওয়া আর তাহাদিগকে 'কাতল' বা নিহত করা একই কথা। মানুষের সকল উন্নতি আশার উপরই হয়। কাহারো হৃদয় হইতে আশা বাহির করিয়া দিলে তাহার সমস্ত উন্নতি মুহূর্ত্তে বাধা-প্রাপ্ত হইয়া যায়।

বহুকাল পূর্ব্বে আমি একটি গল্প পাঠ করিয়াছিলাম। ফ্রান্সের কোন হোটেলে এক বাবুর্চি (পাচক) ছিল। সে দুই তিন হাজার টাকা মাসিক বেতন পাইত। পাক-কার্য্যে সে এতটুক দক্ষ ছিল যে, দূর দূরান্তর হইতে লোক তাহার পাক খাওয়ার জন্য আসিত। একবার সে রোগ-গ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং দিন দিন দুর্ব্বল হইতে থাকে। অবশেষে এত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে, তাহার পক্ষে বিছানা হইতে উঠা অসম্ভব হইয়া পড়ে। ডাক্তার এই অভিমত প্রকাশ করে যে, এইরূপে দুর্ব্বল হইতে হইতে সে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। হোটেলের ম্যানেজার একদিন ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার জীবন রক্ষার কোন উপায় হইতে পারে না কি?" ডাক্তার উত্তর করিলেন, "আমি দেখিতে পাইতেছি, তাহার হৃদয়ে নৈরাশ্যের সঞ্চার হইয়াছে, কোনরূপে এই নৈরাশ্য দূরীভূত করিয়া দিতে পারিলে তাহার মধ্যে শক্তির সঞ্চার হইবে।" ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কেমন করিয়া তাহা বুঝিতে পারিলেন?" ডাক্তার উত্তর করিলেন, "আমি তাহার সহিত অনেক কথাবার্ত্তা বলার পর বুঝিতে পারিয়াছি যে, তাহার মনে এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, বাবুর্চি-বিদ্যায় সে উন্নতির পরাকাষ্ঠায় পৌঁছিয়াছে এবং এই বিদ্যায় যেহেতু আর উন্নতি করিবার সম্ভাবনা নাই, তাই দুনিয়াতে আর তাহার কোন কাজ বাকী নাই। তাহার মন হইতে যদি এই ধারণা দূরীভূত করিয়া দেওয়া যায় এবং তাহাকে একথা বুঝান যায় যে, এখনো এই বিদ্যায় তাহার উন্নতি করিবার আরো বাকী আছে, তবে তাহার এই অবস্থায় পরিবর্ত্তন আসিবার সম্ভাবনা আছে।

ম্যানেজার অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধির লোক ছিলেন। তিনি এই কথা শ্রবণ মাত্রই এসিস্‌টেন্ট বা সহকারী বাবুর্চিকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, "প্রধান বাবুর্চি যে 'জেলি' তৈয়ার করিত তাহা এবং তাহার ব্যবস্থানুযায়ী প্রস্তুত অন্যান্য খাবার তাহার জন্য সত্বর প্রস্তুত কর।" এসিস্‌টেন্ট বাবুর্চিকে এই আদেশ দিয়া তিনি প্রধান বাবুর্চির নিকট যাইয়া বলিলেন, "আমরা শেষকালে হোটেলের পক্ষ হইতে তোমার সম্মানার্থ এক শান্‌দার ভোজ দিতে চাই। তুমি বলিয়া থাক যে, তোমার শিষ্যকে সমস্ত পাক-ক্রিয়া শিক্ষা দিয়াছ, এবং এমন কোন খাবার নাই যাহা প্রস্তুত করিবার প্রণালী তুমি তাহাকে শিক্ষা দাও নাই। এই ভোজ দ্বারা তোমার শিষ্যেরও পরীক্ষা হইয়া যাইবে এবং হোটেলের পক্ষ হইতে তোমারও সম্মান করা হইবে। তুমি যে একটি বিশিষ্ট জেলি প্রস্তুত করিতে—যাহাতে ৪৫টি স্বাদ ছিল—তোমার শিষ্যকে আমি তাহাও প্রস্তুত করিতে আদেশ

করিয়াছি। এইরূপে অন্যান্য জিনিষও প্রস্তুত করিয়া সে তোমার সাম্‌নে হাজির করিবে, তাহাতে তুমি অনুমান করিতে পারিবে, তোমার শিষ্য পাক-বিদ্যা কতটুক শিক্ষা করিয়াছে। ইহা শুনিয়া বাবুরচি বলিল, "ইহা বড়ই উত্তম কথা, ইহা দ্বারা আমিও বুঝিতে পারিব, আমার অধীনস্থ ব্যক্তিগণ জেলি ও অন্যান্য খাদ্য-দ্রব্য কিরূপ প্রস্তুত করিতে পারে।"

ম্যানেজার এই আলাপ করিয়া তাহার নিকট হইতে চলিয়া আসিলেন এবং এসিস্‌ষ্টেণ্ট বাবুরচির নিকট যাইয়া দেখিলেন যে, সে 'জেলি' প্রস্তুত করিতেছে। তখন এসিস্‌ষ্টেণ্ট বাবুরচির অগোচরে তিনি জেলি-তে একটি তীক্ষ্ণ সুগন্ধ যুক্ত দ্রব্য ঢালিয়া দিলেন, যেন জেলির স্বাদ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং বাবুরচি তাহা খাইয়া এই 'একীন' (দৃঢ় বিশ্বাস) করে যে, তাহার শিষ্য এখনো পাক-ক্রিয়া পূর্ণরূপে শিখে নাই, এবং তাহার জন্য এখনো দুনিয়াতে কিছু কাজ বাকী আছে। অতঃপর তাহার সামনে যখন জেলী ও অন্যান্য খাবার প্রস্তুত করিয়া হাজির করা হইল তখন সে সর্ব্ব-প্রথম জেলীই খাইতে চাহিল। জেলির স্বাদ গ্রহণ মাত্র সে উঠিয়া বসিল এবং এসিসষ্টেণ্ট বাবুরচিকে এই বলিয়া গালি দিতে লাগিল—"মূর্খ, তুই আমার সারা জীবনের পরিশ্রম বরবাদ করিয়া দিয়াছিস্‌। আমি সর্ব্বদাই তোকে খাবার প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিক্ষা দিয়া আসিয়াছি, এবং আমার ধারণা ছিল যে, তুই জেলি পাক করা জানিসই না। তুই বড়ই মূর্খ ও নিকর্ম্ম।" এই বলিয়া সে হটাৎ বিছানা হইতে লাফ দিয়া উঠিল এবং বলিতে লাগিল, "আমি বুঝিতে পারিয়াছি, এখন আমার মনে ৪৫ স্বাদের স্থলে ৪৬ স্বাদ-যুক্ত জেলি প্রস্তুত করিবার প্রণালী উদয় হইয়াছে। এই কথা বলিয়া সে পাক-ঘরের দিকে ছুটিল এবং ৪৬ স্বাদ-যুক্ত জেলী প্রস্তুত করিবার কাজে লাগিয়া গেল এবং সে যে দুর্ব্বল বা রোগ-গ্রস্ত তাহা ভুলিয়াই গেল।

ইহা অবশ্য একটি গল্প; কিন্তু দুনিয়াতে এই রূপ বহু ঘটনা পাওয়া যায় যে, কাহাকেও নিরাশ করিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, আবার আশার সঞ্চার করিয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা অন্যরূপ হইয়া যায়। কোন সুস্থ সবল মানুষকে যদি বলা হয় যে, আজ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তুমি মরিয়া যাইবে, তবে পানাহার, আব-হাওয়া ও পোষাক পরিচ্ছদ পূর্ব্ব-বৎ থাকা সত্ত্বেও তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিবে এবং সে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই মরিতে আরম্ভ করিবে।

পক্ষান্তরে, এক ব্যক্তি নিরাশ হইয়া বসিয়া আছে, তাহার শরীরের শক্তি ক্ষয় হইয়া গিয়াছে এবং সে চিন্তায় জর্জ্জরিত, ঋণের দায়ে উৎকণ্ঠিত, ঋণের চিন্তা তাহার জীবনী শক্তি ক্ষয় করিতেছে। এরূপ এক ব্যক্তিকে যদি কেহ মিথ্যা ভাবেও বলিয়া দেয় যে, অমুক এক ব্যক্তি তাহার জন্য টাকা নিয়া আসিতেছ, তবে তাহার চেহারায় রক্তের সঞ্চার হইবে এবং তাহার দুর্ব্বল ও অর্দ্ধ-মৃত দেহে শক্তির সঞ্চার হইবে।

বস্তুতঃ দুনিয়ার সকল কাজই আশার উপর চলে। কোন সম্প্রদায়কে যদি বলা হয় যে, তোমরা সকল সম্প্রদায়ের নেতা তো ছিলে বটে, কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী সম্প্রদায়-সমূহের অর্জ্জিত মর্য্যাদা তোমাদের অদৃষ্টে নাই, এই উক্তি এই সম্প্রদায়ের জন্য ঘাতকের কাজ করিবে; কারণ তাহাদের আশার মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে। পক্ষান্তরে যদি তাহাদিগকে এই কথা বলা হয় যে, তোমাদের রসুল সকল রসুলের শ্রেষ্ঠ এবং তোমরা সেই রসুলের শ্রেষ্ঠ উম্মত এবং আপন রসুলের অনুসরণ করিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর আধ্যাত্মিক মর্য্যাদা লাভ করিতে পার, বরং তোমরা পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণের প্রাপ্ত মর্য্যাদাও লাভ করিতে পার তবে তাহাদের উন্নতির গতিতে অসাধারণ ক্ষীপ্রতার সৃষ্টি হইবে। যেমন হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) বলিয়াছেন—

تیرے بڑھنے سے قوم آگے بڑھا یا ہم نے

অর্থাৎ হে রসুল! অবশ্য আমি এমন দাবী করিয়াছি যাহা লোক বুঝিতে পারে না এবং তাহারা চমৎকৃত হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করে, এক উম্মতী বা অনুসরণকারী কেমন করিয়া এমন উচ্চ মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে? কিন্তু হে মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ)! ইহা কোন আশ্চর্য্যের কথা নয়, তুমি যেহেতু সকল নবীগণের অগ্রগামী রসুল, কাজেই তোমার অনুবর্ত্তী সীপাহীও তো অন্য সকল সীপাহীর আগে থাকিবে।

বাস্তবিক গয়ের-মোবায়ীনগণ মানুষের আশার মূলে কুঠারাঘাতকারী এবং উচ্চাকাঙ্খা বিনষ্টকারী। আজ অবশ্য তাহারা পরাভূত মোসলমানগণের প্রশংসা লাভ করিতে পারে, আজ অবশ্য তাহারা নিরাশ মোসলমানগণের সন্তোষ লাভ করিতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতে যখন উন্নতি-ক্ষেত্রে অগ্রগামী ও হৃদয়ে উচ্চাকাঙ্খা পোষণকারী মণ্ডলী আসিবে তখন তাহাদের কঠোর নিন্দা করিয়া সেই মণ্ডলী বলিবে, "এই সকল

লোক মানুষের উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে, অথচ রসুল করীম (সাঃ) তো মানুষকে উন্নতি প্রদান করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার উন্নতিকে রোধ করিবার জন্য নয়।"

বস্তুতঃ এই সকল লোক হজরত রসুল করীমের (সাঃ) অমর্য্যাদা করিয়াছে, কারণ তাহারা বলে, রসুল করীমের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তিতে কোন উচ্চ স্তরের আধ্যাত্মিক মর্য্যাদা প্রাপ্ত শিষ্য প্রস্তুত হইতে পারে না। ইহারা হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) অমর্য্যাদা করিয়াছে, কারণ ইহারা বলে,—

بعد از علی بزرگ توئی قصہ مختصر

—অর্থাৎ হজরত আলীর (রাঃ) পরে হজরত মসিহ্‌ মাউদের দর্জ্জা (স্থান)। তদ্রূপ ইহারা উম্মতে-মোহাম্মদীয়ার অমর্য্যাদা করিয়াছে, কারণ ইহারা বলে, এই উম্মতের কেহ কোন উচ্চ আধ্যাত্মিক মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে না। বস্তুতঃ ইহাদের কাজই কেবল ধ্বংস করা ও বিনষ্ট করা।

ইহারা নিজেদের প্রশংসা করিয়া বলিয়া থাকে, "আমরা কাহারো মর্য্যাদা বাড়াইয়া বলি না"। অথচ কাহারো মর্য্যাদা বাড়াইয়া বলা যেমন পাপ, কম করিয়া বলাও তেমনি পাপ। হজরত মোহাম্মদকে (সাঃ) খোদা বলা যেরূপ পাপ, খোদাকে বান্দা বলাও তদ্রূপই পাপ। বস্তুতঃ কাহারো মর্য্যাদা বাড়াইয়া বলা বা কম করিয়া বলা উভয়ই পাপ।

বস্তুতঃ ইহাদের ফেতনা যখনই মাথা তুলিবে তখনই উম্মতে-মোহাম্মদীয়ার জন্য ধ্বংসের কারণ হইবে। ইহারা নিজেদের কার্য্য দ্বারা গয়ের-আহমদীদিগকে 'হেদায়ত' বা হজরত মসিহ্‌ মাউদকে (আঃ) গ্রহণ করার পুণ্য হইতে বঞ্চিত রাখিতেছে।

অতএব এই ফেৎনা কোন মামুলি ফেৎনা নয়। এখন পুনরায় তাহাদের মধ্যে এক 'জুশ্‌' বা উৎসাহ দেখা দিয়াছে। তাই আমি ঘোষণা করিতেছি যে, জমাতের লোকগণ সর্ব্বত্র গয়ের-মোবায়ীনদের মোকাবেলা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে যত্নবান হউন। এ সম্পর্কে আমি জমাত-সমূহকে এই উপদেশ দিতেছি যে, প্রত্যেক জমাতে 'এ-লাহ্‌-মাবাইন' বা পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও সৌখ্য স্থাপনের জন্য এক জন সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হউক। তাঁহার কাজ হইবে গয়ের-মোবায়ীনদের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া তাহাদিগকে তবলীগ করা এবং পুরাতন পুস্তকাদি সংগ্রহ করতঃ জমাতকে তৎসম্বন্ধে জ্ঞাত করা। কোন কোন নূতন দীক্ষা-গ্রহণকারী এই সকল পুরাতন পুস্তকাদি পাঠ না করার দরুণ যে-সকল প্রশ্নের পূর্ব্বে বহু বার জওয়াব দেওয়া হইয়াছে পুনঃ সেইগুলিও উপস্থিত করতঃ বলে, এই সকল প্রশ্নের জওয়াব দিন। অথচ এই সকল প্রশ্নের জওয়াব অনেক বার দেওয়া হইয়াছে এবং অপর পক্ষ তাহাতে চুপ রহিয়াছে। কিন্তু এখন আঠার বিশ বৎসর পর পুনরায় তাহাদের মধ্যে 'জুশ' সৃষ্টি হইয়াছে এবং পুনরায় তাহারা সেই সকল প্রশ্নই উঠাইতেছে যে-গুলির বিশ পঁচিশ বার জওয়াব দেওয়া হইয়াছে।

অতএব প্রত্যেক জায়গায়ই এক জন সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হউক এবং তাঁহার কাজ হইবে গয়ের-মোবায়ীনদিগের সঙ্গে মিলামিশা করিয়া তাহাদিগকে তবলীগ করা, গয়ের-মোবায়ীন সংক্রান্ত পুস্তকাদি সংগ্রহ করতঃ তাহা নিজে পড়া এবং অন্যকে পড়িতে দেওয়া এবং এরূপ লোক প্রস্তুত করা যাহারা গয়ের-মোবায়ীনদের মধ্যে তবলীগ করিতে পারিবে এবং যাহারা এ-সম্বন্ধীয় সমস্ত প্রয়োজনীয় দলীলাদি জ্ঞাত থাকিবে।

জমাতকে আমি দ্বিতীয় উপদেশ এই দিতেছি যে, যে-খানে যে-খানে গয়ের-মোবায়ীন বিদ্যমান আছে বন্ধুগণ তাহাদের লিষ্ট প্রেরণ করুন, যেন মরকেজ বা কেন্দ্র হইতেও তাহাদিগকে তবলীগী লিটারেচার প্রেরণ করা যায়। এই কার্য্য অতি সত্বর সম্পাদিত হওয়া উচিত এবং ইহাতে কোনরূপ শৈথিল্য করা উচিত নহে। আমি আশা করি, যে-সকল বন্ধু কর্ম্ম-স্পৃহা রাখেন তাঁহারা অবিলম্বে যে-খানে যে-খানে পয়গামীগণ আছেন তাহাদের নাম ও ঠিকানা আমাকে জানাইবেন। যদি বন্ধুগণের অন্ততঃ এতটুকু জানা থাকে যে, অমুক গ্রামে বা শহরে কতিপয় পয়গামী আছেন তবে অন্ততঃ এতটুকুই তাঁহারা লিখিয়া জানাইবেন। পরে আমরা কোন ব্যক্তিকে তথায় প্রেরণ করিয়া তাহাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত সংবাদ সংগ্রহ করিব।

অতঃপর হজরত আমীরুল-মোমেনীন (আইঃ) লাহোর জমাত ও নেজারত-দাওয়াতু-তবলীগের বিশেষ দায়ীত্বের কথা উল্লেখ করেন এবং তৎপর বলেন :—

তবলীগ করিবার সময় **ভালবাসা ও প্রণয় সহকারে তবলীগ করা উচিত** এবং কখনো কর্কশ ব্যবহার করা উচিত নহে। স্মরণ রাখিও, কর্কশ বা কঠোর ব্যবহার দ্বারা তোমরা অন্যকে চুপ করাইতে পার, লজ্জিত করিতে পার বা অপদস্থ করিতে পার, কিন্তু তাহাদের হৃদয় জয় করিতে পার না। তোমরা যদি অপরের হৃদয় জয় করিতে চাও তবে

নিজেদের মনে সহানুভূতি ও আন্তরিকতা সৃষ্টি কর এবং ভাব যে, তোমাদেরই এক প্রিয় ভাই পথ-ভ্রষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহাকে কেমন করিয়া সৎ-পথে আনা যায়। যে-পর্য্যন্ত তোমাদের হৃদয়ে এই অনুভূতি, এই প্রেরণা না জন্মিবে যে, যে-ব্যক্তি পথ-ভ্রষ্ট হইতেছে সে তোমাদেরই এক প্রিয় ভ্রাতা এবং তাহার দুঃখ তোমাদেরই দুঃখ, সে-পর্য্যন্ত তোমাদের তবলীগ ফল-প্রদ হইতে পারে না।

অতএব বন্ধুগণের 'এখলাস' ও দরদের সহিত পয়গামীদের সংশোধনের চেষ্টা করা উচিত। আমি জমাতকে বলিয়া দিতে চাই যে, জমাত যদি এবিষয়ে মনোযোগী হয় তবে নিশ্চয়ই এবিষয়ে আমাদের কৃতকার্য্যতা লাভ হইবে। আমি পুনঃ পুনঃ এই স্বপ্ন দেখিয়াছিল যে, মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব আমার নিকট আসিয়াছেন এবং নেহায়ত ভালবাসা ও আন্তরিকতার সহিত আমার সঙ্গে মিলিয়াছেন। এই স্বপ্নের শাব্দিক অর্থানুযায়ী মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব আসুক, আর না-ই আসুক, কিন্তু ইহার এই তাবির বা ভাবার্থ তো সুপ্রকাশ যে, আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার সঙ্গীগণ বা তাঁহার বংশের লোকগণ হইতে কতিপয় লোককে আমাদের জমাতে নিয়া আসিবেন এবং তাহারা যতই চীৎকার করুক না কেন জয় আমাদেরই হইবে। অতএব আমি আপনাদিগকে নিশ্চয়ই করিয়া বলিতেছি যে, আপনারা যখনই মনোযোগী হইবেন, জয় আপনাদেরই হইবে, কারণ আল্লাহ্‌তা'লার দরবারে তাহাই নির্দ্ধারিত আছে এবং আল্লাহ্‌তা'লা যাহা সিদ্ধান্ত করেন তাহাই হয়, প্রতিপক্ষ যতই শক্তিশালী বা যতই ঐশ্বর্য্যশালী হউক না কেন।

গয়ের-মোবায়ীনদের মধ্যে তবলীগ করিবার উপায়

প্রণয় ও নম্রতার সহিত কথা পেশ করা

কঠোর শত্রুর সহিত-ও কর্কশ ব্যবহার করা উচিত নহে

হজরত আমীরুল-মোমেনীন-খলিফাতুল-মসিহ্‌ সানির (আইঃ) ১৯শে শাহাদত, ১৩১৯ (মোতাবেক ১৯শে এপ্রিল, ১৯৪০) তারিখের খোৎবার সারমর্ম্ম

সুরা ফাতেহা পাঠের পর বলেন :—

আমি বিগত দুইটি খোৎবায় গয়ের-মোবায়ীনদিগের মধ্যে নূতন উদ্যমে তবলীগ করিবার জন্য জমাতকে উপদেশ দিয়াছিলাম। আমার এই তাহ্‌রিক বা আহ্বানে কতিপয় বন্ধু প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং এবিষয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করিতেছেন। কিন্তু একটি বিষয়ের প্রতি আমি পূর্ব্বেও পুনঃ পুনঃ জমাতের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছি এবং এখনো পুনঃ আকর্ষণ করিতেছি। ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, শুধু বিজয়ই মোমেনের আনন্দের কারণ হইতে পারে না; সেই বিজয়ই মোমেনের আনন্দের কারণ হয় যাহাতে খোদাতা'লাও আনন্দিত হন। অতএব যে-পন্থায় আল্লাহ্‌তা'লা সন্তুষ্ট হন আমরা যদি সেই পন্থা অবলম্বন করি এবং ফলে বিজয় লাভ করি, তবেই এই বিজয় আমাদের জন্য আনন্দের কারণ হইবে। বরং, এরূপ পন্থা অবলম্বন করিয়া পরাজিত হইলেও আমাদের জন্য আনন্দের বিষয়ই হইবে। কখন কখন এরূপ পরাজয় মহা বিজয়ের কারণ হইয়া পড়ে।

হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) প্রাথমিক কালের একটি ঘটনা আছে; তাহাতে আল্লাহ্‌তা'লা প্রীত হন এবং তাহাই সিলসিলার ভিত্তির কারণ হয়। যৌবন কালে একবার তিনি বাটালা গমন করিয়াছিলেন। মৌলবী মোহাম্মদ হুসেন সাহেব বাটালবী তখন নূতন নূতন হাদীস শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন এবং তখন তাহার নূতন উদ্যম ছিল। প্রত্যেক মজলিসেই তিনি হানীফিদিগকে মন্দ বলিতেন। হানীফিগণেরও তাঁহার মোকাবেলা করিবার খুব স্পৃহা ছিল। কিন্তু তাহাদের কোন মৌলবী তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিত না। হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) ঘটনা-ক্রমে তথায় গমন করিলে এক ব্যক্তি

তাঁহাকে কোন এখ্‌তেলাফী (disputed) মস্‌লা বা ধর্ম্ম-বিষয়ে তাহার সহিত বহস (তর্ক) করিবার জন্য বাধ্য করিল। বহু লোক সমবেত হইয়াছিল। হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) এবং মৌলবী মোহাম্মদ হুসেন সাহেব পরস্পরের সামনা-সামনি হইয়া বসিলেন। হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) মৌলবী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার দাবী কি?" মৌলবী সাহেব উত্তর করিলেন, "আমার দাবী এই যে, কোরান সকলের অগ্রগণ্য, তৎপর আঁ-হজরতের বাণী; এতদ্বিপরীত আর কাহারো কথা গ্রাহ্য নহে"। হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) বলিলেন, "আপনার এই উক্তি তো যুক্তি-সঙ্গত"। ইহাতে লোকগণ চীৎকার করিয়া উঠিল, "হারিয়া গিয়াছে, হারিয়া গিয়াছে"। যে-ব্যক্তি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল সেও রাগান্বিত হইয়া বলিতে লাগিল, "আপনি আমাদিগকে অপদস্থ করিয়া দিয়াছেন"। কিন্তু তিনি কাহারো কোন কথার পরওয়া করিলেন না। রাত্রিকালে খোদাতা'লা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার এই কার্য্যের প্রতি ইসারা করিয়া বলিলেন, "তোমার খোদা তোমার এই কার্য্যে তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তিনি তোমাকে বহু 'বরকত' (আশীষ) প্রদান করিবেন; এমন কি, বাদশাহ তোমার বস্ত্র হইতে 'বরকত' অনুসন্ধান করিবে।" অতঃপর কাশ্‌ফ্‌ বা জাগ্রত স্বপ্নে সেই বাদশাহ্‌কে অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহীত অবস্থায় দেখান হইয়াছে। তিনি কেবল খোদা ও তাঁহার রসুলের সন্তুষ্টির জন্য এই পরাজয় ও বিনয় স্বীকার করিয়াছিলেন। তাই খোদাতা'লা তাঁহার কর্ম্মকে অ-পুরস্কৃত রাখিলেন না।

বস্তুত কখন কখন জয় হইতে পরাজয়ই অধিকতর মঙ্গলময় হয়। আমি পূর্ব্বেও কয়েকবার বলিয়াছি এবং এখন পুনরায় তাহা স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, গায়ের-মোবায়ীনদিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এরূপ পন্থা অবলম্বন করা উচিত যাহা খোদা ও তাঁহার রসুলের (সাঃ) সন্তোষের কারণ হইবে। আমি পুনঃ পুনঃ কর্কশ বাক্য ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছি। আমি কখনো কর্কশ বাক্য পছন্দ করি না—তাহা আমার কঠোর হইতে কঠোরতম শত্রুর প্রতিই হউক না কেন। অবশ্য কোন কোন সত্য ঘটনা বর্ণনা করিবার জন্য মাঝে মাঝে অপ্রীতিকর কঠোর বাক্য ব্যবহার করিতে হয়। এরূপ বিষয় বর্ণনা কালেও যথা-সম্ভব কঠোর বাক্য-প্রয়োগ হইতে বাঁচিয়া থাকা উচিত এবং এরূপ ভাবে কথা বলা উচিত নহে যাহাতে শ্রোতা মনে করিতে পারে যে, বক্তা নিজ হৃদয়ের ক্রোধ ও হিংসা বাহির করিতেছে।

একই কথা কঠোর এবং নম্র উভয়:রূপ বাক্য দ্বারাই প্রকাশ করা যায়। হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) একটি ঘটনা শুনাইতেন। লাহোরে ফকীরদের একটি খান্দান বা বংশ বিখ্যাত আছে। আমাদের খান্দানের সহিত তাঁহাদের পুরাতন সম্পর্ক চলিয়া আসিয়াছে। এই বংশের শেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পিতামহ মহারাজা রঞ্জিত সিংহের উজির ছিলেন এবং এক জন উচ্চ দরের হাকীম ছিলেন। তাই তাঁহার খুব প্রতিপত্তি ছিল। মোসলমানদের তখন বড়ই দুরবস্থা ছিল। তাই কাহারো কোন অভাব অনটন হইলেই তাঁহার নিকট সাহায্য-প্রার্থী হইত এবং তিনি প্রত্যেক প্রার্থীকেই কিছু না কিছু সাহায্য করিতেন। একদা এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। তিনি তখন কাজে ব্যস্ত ছিলেন; তাহাকে আট আনা দিতে ভৃতকে আদেশ করিলেন। ভৃত্য তাহাকে আট আনা দিয়া দিল। কিন্তু সে এই বলিয়া গোলমাল করিতে লাগিল যে, এত বড় লোক হইয়া আপনি কেবল আট আনা দিলেন। অথচ তখনকার তুলনায় ইহা যথেষ্ট ছিল, কারণ তখন টাকার মূল্য অধিক ছিল। যাহা হউক, সে গোলমাল করিতে লাগিল এবং তাঁহার জন্য কাজ করা মুস্কিল হইল। তিনি তাহাকে খুব বুঝাইলেন, কিন্তু সে ক্ষান্ত হইল না এবং কাজে বাধা জন্মাইতে লাগিল। অবশেষে বাধ্য হইয়া তিনি ভৃত্যকে বলিলেন, "তাহাকে আস্তে আস্তে ধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দাও"। যদিও তিনি তাহাকে ধাক্কা দিয়া বাহির করিতে আদেশ করিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু তথাপি ভদ্রতা বশতঃ ভৃত্যকে আস্তে আস্তে ধাক্কা দিতে নির্দ্দেশ করিলেন।

বস্তুতঃ মানুষ যদি নম্রতা ও প্রণয় করিতে অভ্যস্ত হয় তবে ঝগড়া-বিবাদেও নম্র কথা ব্যবহার করিতে পারে। স্মরণ রাখা উচিত যে, কটু বাক্য 'এখলাস' বা আন্তরিকতার পরিচায়ক নহে। ইহার একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত আপনাদের সম্মুখে রহিয়াছে—অর্থাৎ মিয়া ফখরুদ্দীন মুলতানীর দৃষ্টান্ত। তাহার এই কটু বাক্য-প্রয়োগই তাহার পথ-ভ্রষ্ট হইবার কারণ হইয়াছিল। সে সর্ব্বদাই পরগামীদিগের বিরুদ্ধে কর্কশ প্রবন্ধ লিখিত। তজ্জন্য আমি তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলাম যে, "প্রবন্ধে গালি দেওয়া আমি পছন্দ

করি না, সেই গালি আমার কঠোর শত্রুর প্রতিই হউক না কেন।" এই কথা তাহার নিকট পীড়া-দায়ক হইল। সে ভাবিল, "আমি তাঁহার জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতেছি, তাঁহার শত্রুর মোকাবিলা করিতেছি, আর তিনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইতেছেন"। সে পুনরায় তদ্রূপ প্রবন্ধই লিখিল এবং আমি পুনরায় তাঁহাকে তিরস্কার করিলাম এবং তাহা তাহার নিকট মন্দ বোধ হইল। দুই তিনি বার এই রূপ হইল। অবশেষে আমি তাহাকে বলিলাম, "পুনরায় যদি এই রূপ প্রবন্ধই লিখ তবে আমি তোমাকে সাজা দিব"। ইহাতে সে মনে করিল যে, এখানে কর্ম্ম-প্রিয় লোকদের 'কদর' নাই। তাহার নিকট কদরের অর্থ ছিল, আমি খোদা, রসুল, ইসলাম ও 'আখলাক' বা সুনীতির কোন ধার না ধারিয়া সে যেহেতু আমার সাহায্য করিতেছে তাই তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যাইতাম। খোদাকে সন্তুষ্ট করাই তো আসল কাজ, আমাকে তো খোদাতা'লার নিকট জওয়াব দিতে হইবে। তিনিই যদি অসন্তুষ্ট হইলেন তবে ফখরুদ্দীন সাহেবের সাহায্য দ্বারা আমি কি করিব। এই বিষয়ই ফখরুদ্দীন সাহেবের পথ-ভ্রান্তি ঘটায় এবং এই কর্কশ বাক্য-প্রয়োগই তাহার এবতেলার কারণ হয়। পরে তাহার বর্ণনা লওয়া হইলে জানা গেল যে, ইহাই তাহার পথ-ভ্রষ্ট হওয়ার মূল কারণ ছিল। আরো কতিপয় লোক এইরূপ কারণে পথ-ভ্রষ্ট হয়। তাহারা মনে করিত যে, তাহারা আমার সাহায্য করিতেছে আর আমি তাহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইতেছি। এইরূপ বিভ্রান্ত সাহায্য আমি কখনো পছন্দ করি নাই। কেহ আমাকে এই পন্থায় সাহায্য করা যাহাতে খোদাতা'লা অসন্তুষ্ট হইবেন আমি বরদাস্ত বা সহ্যও করিতে পারি না। মানুষ সাহায্যই বা কি করিতে পারে? আসল জওয়াব-দেহী তো খোদাতা'লার সমীপে হইবে। ইসলাম, আহমদীয়ত ও আখ্‌লাক যদি বজায় না থাকে, তবে কোটি কোটি প্রবন্ধ লিখিত হইলেও তাহার কোন মূল্য নাই।

অতএব আমি বন্ধুগণকে উপদেশ দিতেছি, তাহারা প্রবন্ধ লিখিবার সময় যেন নম্রতা ও ভালবাসার সহিত লেখেন। যথা, কেহ যদি চুরি করে তবে তাহার সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, সে অমুক জিনিষ বিনা অনুমতিতে উঠাইয়া নিয়াছে; কিন্তু যদি বলা হয়, সে চুর, তবে তাহা বড়ই তিক্ত হইবে। অতএব এরূপ বিষয়ও নম্র ভাষায় প্রকাশ করিতে হইবে।

পয়গামীগণের পক্ষ হইতে সর্ব্বদাই কর্কশ ও কটু কথা ব্যবহার করা হয় বলিয়া আমাদের কোন কোন বন্ধুও কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। কিন্তু এই পন্থা আমি সর্ব্বদাই অত্যন্ত অপছন্দ করি। কঠোর হইতে কঠোরতম শত্রুর প্রতিও কটুক্তি আমি পছন্দ করিতে পারি না। মৌলবী ছানাউল্লাহ সাহেব আমাদের কঠোরতম শত্রু। কিন্তু আমি অনুধাবন করিয়া দেখিয়াছে, তাঁহার প্রতিও আমার হৃদয়ে কোন হিংসা-দ্বেষ নাই। আমার বিশ্বাস কোন শত্রুর বিরুদ্ধে যদি হিংসা-দ্বেষ পোষণ করা হয় তবে তাহাতে নিজ হৃদয় কালিমাময় করা ছাড়া ইসলামের কোন ফায়দা হয় না। প্রত্যেকের বিচার আল্লাহ্‌তা'লা করিবেন। কাহাকেও সাজা দিতে হইলে তিনিই দিবেন, কাহাকেও ক্ষমা করিতে হইলে তিনিই করিবেন। আমি কেন হৃদয়ে দ্বেষ পোষণ করিয়া নিজ চিত্তকে কলুষিত করি? অতএব হৃদয়ে হিংসা নিয়া কাজ করিও না, বরং প্রেম ও আন্তরিকতা নিয়া কাজ কর।

উৎসাহ ও আন্তরিকতার সহিত হিংসা থাকা অপরিহার্য্য নহে। সত্যের জন্য খোদাতা'লার চেয়ে অধিক উৎসাহ আর কাহার হইতে পারে? মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) হইতে অধিক উৎসাহ আর কাহার হইতে পারে? হজরত মসিহ মাউদ (সাঃ) হইতে অধিক উৎসাহ আর কাহার হইতে পারে? কিন্তু তাঁহারা কখনো কটুক্তি বা কর্কশ বাক্য ব্যবহার করেন নাই।

... ...

অতএব সর্ব্বদাই নম্রতার সহিত ব্যবহার করিও এবং প্রেম দেখাইও।...বন্ধুগণকে আমি উপদেশ দিতেছি যেন তাহারা এই কার্য্য করিবার সময় তাকুয়া বা ধর্ম্মনিষ্ঠা ও খাশিয়তুল্লাহ বা আল্লাহ্‌র ভয় সহকারে কাজ করেন। আল্লাহতালার তরফ হইতে যে বিজয় আসে এবং যাহাতে আল্লাহতা'লা প্রীত হন তাহাই প্রকৃত বিজয়। যে-বিজয়ে আল্লাহ্‌তা'লা সন্তুষ্ট নহেন সেই বিজয় হইতে সেই পরাজয়ই শ্রেয় যাহাতে আল্লাহ্‌তালা সন্তুষ্ট থাকেন।

অতএব তাকুয়া সহকারে কাজ করুন এবং চেষ্টা করুন যেন এরূপ বিজয় লাভ হয় যাহাকে আল্লাহ্‌তা'লা নিজ বিজয় বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। যে-বিজয়কে আল্লাহ্‌তা'লা নিজের নয়, বরং শয়তানের বলিয়া প্রতিপন্ন করেন তাহা কোন বিজয়ই নহে। অতএব এরূপ পন্থা অবলম্বন কর যেন তাহার ফলে

যে-বিজয় লাভ হইবে তাহা খোদাতালার বিজয় বলিয়া পরিগণিত হয় এবং খোদাতালার সন্তোষের কারণ হয়। কখনো যদি কর্কশ বাক্য-প্রয়োগ অপরিহার্য্য হয় এবং এরূপ কোন বিষয় উপস্থিত হয় যাহার প্রকৃত কথা বর্ণনা করিতে গেলে অপ্রীতিকর কথা না বলিয়া পারা যায় না, এরূপ স্থলেও যথা-সম্ভব কম কটু কথা দ্বারা বিষয় বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিও।

বস্তুত কোন কোন বিষয় এরূপ আছে যাহা বর্ণনা করিতে গেলে অপ্রীতিকর কথা না বলিয়া পারা যায় না। এরূপ কোন বিষয় যখন আমিও বর্ণনা করিয়াছি তখনো পয়গামীগণ চীৎকার করিয়াছে যে, তাহাদিগকে গালি দেওয়া হইয়াছে। এরূপ একটি বিষয় এই যে, মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব সদর আঞ্জোমন হইতে বেতন ভোগ করিয়া কোরান করীমের অনুবাদ করিতেছিলেন, আঞ্জোমনের খরচ পাহাড়ের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতেছিল। কিন্তু এখান হইতে যাইবার কালে তিনি সেই অনুবাদটি সঙ্গে লইয়া যান এবং এখন তাহা নিজ স্বত্বাধিকারের বিষয় স্বরূপ বিক্রয় করিতেছেন। বরং আরো শুনিতে পাইলাম যে, ইহার স্বত্বাধিকার নিজ মৃত্যুর পর স্ত্রী-পুত্রকে উইল করিয়া দিয়াছেন। ইহা এরূপ এক বিষয় যে, ইহাকে যতই নম্র কথায় প্রকাশ করা হউক না কেন, ইহা তাহাদের নিকট অপ্রীতিকর বোধ হইবেই। যাহা হউক আমাদের চেষ্টা করা উচিত যেন যথা-সম্ভব নম্র কথায় এরূপ বিষয় ব্যক্ত করা হয়।

অতএব এক দিক দিয়া আমি যেমন পূর্ণ উদ্যমে গয়ের-মোবাইনগণের মোকাবেলা করিতে বলিতেছি, অন্য দিক এই উপদেশও দিতেছি যে, এরূপ পন্থা অবলম্বন কর যাহা আল্লাহ্‌তা'লার সন্তোষের কারণ হইবে। এই উপদেশ দিয়া আমি খোদাতা'লার নিকট দায়িত্ব-মুক্ত হইতেছি। এই পন্থায়ই ধর্ম্মের বিজয় লাভ হইতে পারে এবং এই পন্থায়ই খোদাতা'লার প্রীতি অর্জ্জন করা যাইতে পারে। যে-বিজয়ে খোদাতা'লা সন্তুষ্ট নহেন সে-বিজয়ের প্রতি মোমেনের চোখ তুলিয়াও চাওয়া উচিত নহে।

জগৎ আমাদের

কাদিয়ান সংবাদ

হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ্‌ সানির স্বাস্থ্য বর্ত্তমানে খোদাতা'লার ফজলে পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল। বন্ধুগণ তাঁহার পূর্ণ স্বাস্থ্যের জন্য দোয়া করিবেন।

আমরা ইতিপূর্ব্বেই জানাইয়াছি যে, হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ্‌ সানির (আইঃ) সাহেবজাদা মীরজা মুনাউর আহমদ সাহেব এ-বৎসর সেকেণ্ড প্রভিন্সিয়েল এম, বি, বি, এস পরীক্ষা দিতেছেন। হজরত আমীরুল-মোমেনীনের (আইঃ) প্রথমা ভার্য্যার অনুরোধ যে, বন্ধুগণ তাঁহার কৃতকার্য্যতার জন্য বিশেষ ভাবে দোয়া করিবেন।

কলিকাতা আঞ্জোমন-আহমদীয়ার নূতন আমীর নিয়োজিত

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে, হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানি (আইঃ) মৌলবী আবু মোহাম্মদ হুস্‌সাম উদ্দীন হায়দর সাহেব, রিটায়ার্ড ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটকে ২৯শে এপ্রিল, ১৯৪০ হইতে ৩০শে এপ্রিল, ১৯৪১ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য কলিকাতা আঞ্জোমন আহমদীয়ার আমীর নিযুক্ত করিয়াছেন। আল্লাহ্‌তা'লা এই নব-নিয়োজন কলিকাতা ও বাঙ্গালার জন্য মোবারক করুন—আমীন। নব-নিয়োজিত আমীর মহোদয়কে আমরা মোবারকবাদ জানাইতেছি।

ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া খোদ্দামুল-আহমদীয়া সমিতির নূতন সংগঠন

ব্রাহ্মণ-বাড়ীয়া-মজলিসে খোদ্দামুল-আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা মৌলবী ছৈয়দ সায়ীদ আহম্মদ সাহেব এবং মুন্সী মীর আবদুস্ সত্তার সাহেব ৪০ বৎসরের বেশী বয়স হওয়ার দরুণ মজলিসে-খোদ্দামুল আহমদীয়ার "দস্তুরে-আনাসির" নিয়মানুসারে কেন্দ্রিয় খোদ্দামুল আহমদীয়া সমিতির মঞ্জুরী ক্রমে সমিতির মেম্বর পদ হইতে গত ১২ ই মাহে সাহাদত ১৩১৯ হিঃ শাঃ তারিখে অবসর গ্রহণ করেন। কেন্দ্রিয় খোদ্দামুল-

আহমদীয়া সমিতি নিম্নলিখিত ভাবে ব্রাহ্মণ-বাড়ীয়া খোদ্দামুল-আহমদীয়া সমিতির নির্ব্বাচন মঞ্জুর করিয়াছেন যথা :—

১। মুন্সী মোহাম্মদ ইস্‌হাক লস্কর (কায়েদ)
২। ,, এলাহী বখ্‌স লস্কর (সেক্রেটারী)
৩। ,, আবদুজ্জাহের (ছায়েফ হাল্‌ফা ঘাটুরা)
৪। ,, আবদুল কবির (ছায়েফ হাল্‌ফা নাটাই)
৫। ,, আবদুল জব্বার (ছায়েফ হাল্‌ফা আহমদী পাড়া)
৬। ,, আবদুল মোতালেব (ছায়েফ হাল্‌ফা সরাইল)

গত ১২ ই মাহে শাহাদত ১৩১৯ হিঃ শাঃ মৌলবী ছৈয়দ সায়ীদ আহম্মদ সাহেব ব্রাহ্মণ-বাড়ী মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার চার্জ্জ মুন্সী মোহাম্মদ ইস্‌হাক লস্করকে বুঝাইয়া দিয়াছেন এবং চার্জ্জ-শিট কাদিয়ানে মরকেজী মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ায় পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐ তারিখে সমিতি মেম্বর সংখ্যা ২১ জন ছিল।

আমরা আশা করি বন্ধুগণ উক্ত সমিতির উন্নতির জন্য চেষ্টা ও সর্ব্বান্তঃকরণে দোয়া করিয়া বাধিত করিবেন।

খাকছার—
এলাহী বখ্‌স লস্কর
সেক্রেটারী মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া
ব্রাহ্মণ-বাড়ীয়া

পশ্চিম-বঙ্গে প্রচার
সাইকেলে পুনরায় ৪৫ মাইল টুর

আমাদের অনারারী মোবাল্লেগ অল-ইণ্ডিয়া সাইকেল টুরিষ্ট মৌলবী কোরেশী মোহাম্মদ হানীফ সাহেব কমর সিউরীতে ৯ দিন থাকিয়া মৌলবী আবদুল লতীফ সাহেব আহমদীর সাহায্যে উত্তম তবলীগ করিয়া পুত্রসহ বিগত ১৭।৪।৪০ তারিখে সিউড়ী হইতে রওয়ানা হইয়া ৪৫ মাইল ভ্রমণ করিয়া ২২।৪।৪০ তারিখে মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর আঞ্জোমানে আহমদীয়ার প্রেসিডেণ্ট জনাব মৌলবী হাফিজ তৈয়েবউল্লা সাহেবের বাটী পৌছিয়াছেন।

রাস্তা বালুকাময় ও কাঁচা হওয়ার দরুণ সাইকেল চালনার অসুবিধাহেতু পদব্রজে ২৪ মাইল রাস্তা অতিক্রম করিতে হয়। পথিমধ্যে তিনি ৩০টী গ্রামে প্রচার করিয়াছেন, ৭টী বক্তৃতা, ২ টী মোবাহেসা, ১০টী পুস্তক বিক্রয় করিয়াছেন, এবং পাঁচ হাজার লোকের মধ্যে হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) এর আগমন সংবাদ দিয়াছেন। আল্লাহ্‌ তা'লা তাঁহার এই প্রচার কার্য্য মোবারক করুন—আমীন!

দোয়ার জন্য আবেদন

হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানির (আইঃ) মাতুল কাদিয়ান মাদ্রাসা-আহমদীয়ার হেড্‌ মাষ্টার হজরত মীর মোহাম্মদ ইসহাক সাহেব আজ অনেক দিন যাবৎ এক সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত আছেন। নাক দিয়া মস্তিষ্ক হইতে জল ও রক্ত নির্গত হইতেছে। তিনি বর্ত্তমানে লাহোরে খান বাহাদুর ডাক্তার মোহাম্মদ বশীর সাহেবের চিকিৎসাধীন আছেন। ডাক্তার সাহেব বলেন যে, ২৫।২৬ বৎসরের ডাক্তারীর জীবনে এরূপ কেইজ আর তিনি দেখেন নাই, বরং জগতের যাবতীয় ডাক্তারগণের সম্মুখেও এরূপ ১০।১৫টি কেইজের বেশী উপস্থিত হয় নাই। অতএব বন্ধুগণ তাঁহার আরোগ্যের জন্য দর্‌দে-দেলের সহিত দোয়া করিবেন।

খান বাহাদুর মৌলবী গোলাম হুসেন খান সাহেবের দুই পৌত্রের দীক্ষা গ্রহণ

ইতিপূর্ব্বে আমরা পেশওয়ারের সুবিখ্যাত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি খান বাহাদুর মৌলবী গোলাম হুসেন খান সাহেব ও তদীয় সুযোগ্য পুত্র খান আবদুল হামীদ খান সাহেব প্লিডারের পয়গামী মত ত্যাগ করিয়া হজরত খলিফাতুল মসিহ সানির (আইঃ) নিকট দীক্ষা গ্রহণ করার কথা উল্লেখ করিয়াছি। এখন জানাইতেছি যে, খান আবদুল হামীদ খান সাহেবের দুই পুত্র খান আবদুল মজীদ খান ও খান আবদুল ওয়াহেদ খান সাহেব দ্বয়ও ইদানিং হজরত খলিফাতুল-মসিহ্‌ সানির (আইঃ) নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহারা দুই জনই লাহোর পার্টি বা পয়গামী দলের অন্যতম নেতা ডাক্তার ইয়াকুব বেগ সাহেবের দৌহিত্র। আল্লাহ্‌ তা'লা তাঁহাদিগকে এস্তেকামাত ও উন্নতি দিন—আমীন।

বাৎসরিক রিপোর্ট

বখেদমতে জোনাব আমীর, প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারী সাহেবান,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

খোদাতা'লার ফজলে বিগত ৩০শে এপ্রিল তারিখে ১৯৩৯—৪০ ইং সন শেষ হইয়া ১লা মে হইতে আমাদের নূতন বৎসর ১৯৪০—৪১ ইং সন আরম্ভ হইয়াছে। আল্লাহ্‌তা'লা প্রত্যেক জমাত এবং আফ্‌রাদকে' (ব্যক্তিবিশেষকে) তাঁহারই ইচ্ছা অনুযায়ী কার্য্য করিয়া তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিবার তৌফিক দিন—আমীন।

বিগত বৎসর (অর্থাৎ ১৯৩৯-৪০) আপনাদের প্রত্যেকেই আপন আপন সুযোগ ও অবস্থা অনুযায়ী সেলসেলার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়া থাকিবেন। আপনাদের ঐরূপ প্রচেষ্টা ও তাহার ফলাফল আমাদের একমাত্র পথ-প্রদর্শক হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানির (আইঃ) পবিত্র খেদমতে উপস্থিত করিতে চাই, যেন আপনারা তাঁহার বিশেষ দোয়ার ভাগী হইতে পারেন। সুতরাং আমার অনুরোধ যে, আপনারা আপনাদের বাৎসরিক রিপোর্ট অতি সত্বর পাঠাইতে চেষ্টা করিবেন, যেন আমরা তাহা আগামী জুন (১৯৪০ইং) মাসের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ্‌র (আইঃ) পবিত্র খেদমতে উপস্থিত করিতে পারি।

রিপোর্টে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করিবেন :—

(১) জমাতের মোট সংখ্যা—পুরুষ ও স্ত্রীলোক ;

(২) তবলীগ মিটিং হইয়াছে কি না ?

(৩) স্থানীয় বাৎসরিক মিটিং হইয়াছে কি না ?

(৪) পুস্তক ও ইস্তাহার বিলি হইয়াছে কি না এবং কত সংখ্যক বিলি হইয়াছে ?

(৫) কোন 'বহস' হইয়াছে কি না—তাহার ফলাফল ?

(৬) 'নবী-দিবস' উপলক্ষে কি কি কাজ হইয়াছিল ?

(৭) অমোসলমানদিগের জন্য 'তবলীগ দিবস' উপলক্ষে কি কি করা হইয়াছিল ?

(৮) মোসলমানদিগের জন্য তবলীগ দিবস উপলক্ষে কি কি করা হইয়াছিল ?

(৯) সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বা মাসিক মিটিং হইয়া থাকে কি না ?

(১০) আন্‌সারুল্লাহর কার্য্য-বিবরণ—সংক্ষেপে ;

(১১) নূতন কত জন 'বয়াত' গ্রহণ করিয়াছে ?

(১২) 'আহমদী' পত্রিকা, 'সান-রাইজ' পত্রিকা, রিভিউ-অব রিলিজিয়ন্স' এবং 'আলফজল' পত্রিকার প্রত্যেকটির গ্রাহক সংখ্যা কত ?

(১৩) 'তাহ্‌রিক-জদীদের' মোট কত চাঁদা দেওয়া হইয়াছে ?

(১৪) 'তাহরীক-জদীদের অন্যান্য মোতালেবা বা আদেশ 'আমল' করা হয় কি না ?

(১৫) জুবিলী ফাণ্ডে মোট কত চাঁদা দেওয়া হইয়াছে ?

(১৬) কোরান শরীফের 'দরস' হয় কি না ?

(১৭) কত জন কোরান শরীফ, কত জন 'আহ্‌মদী' পত্রিকা এবং কত জন উর্দ্দু পড়িতে পারে ? যাহারা পড়িতে পারে না, তাহাদিগকে আহ্‌মদীতে প্রকাশিত খোৎবা পড়িয়া শুনান হয় কি না ?

(১৮) মোট চাঁদা কত আদায় হইয়াছে এবং প্রাদেশিক আঞ্জোমনে মোট কত টাকা কি কি বাবত পাঠান হইয়াছে ?

(১৯) মস্‌জিদ আছে কি না এবং মেম্বারগণ বা-জমাত নমাজ পড়ে কি না ?

(২০) শরীয়তের অন্যান্য আদেশ মেম্বারগণ পালন করে কি না ?

(২১) গয়র-আহমদীদিগের সহিত (খ) নূতন বয়াত গ্রহণকারী আহ্‌মদীদিগের সহিত বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে (গ) এবং সেলসেলার অন্যান্য বিষয়ে নিয়ম পালন করা হয় কি না ? যদি কেহ লঙ্ঘন করিয়া থাকে তাহার নাম।

এতদ্ব্যতীত তবলীগ ও সেলসেলা সংক্রান্ত অন্য কোন উল্লেখ-যোগ্য বিষয় থাকিলে তাহাও উল্লেখ করিয়া বাধিত করিবেন। আল্লাহ্‌তা'লা আপনাদের সহায় হউন,—আমীন।

খাকছার—
মোজাফর উদ্দিন চৌধুরী
জেনারেল সেক্রটারী,
বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ ; ঢাকা।